মহেন্দ্র সমাজ দর্শন

(মহেন্দ্র গবেষণা সিরিজ)

ব্যাক্তিভিন্নতা যদি না থাকতো, তাহলে সমাজ গঠিত হতে পারতো না।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন

ব্যাক্তিভিন্নতা যদি না থাকতো, তাহলে সমাজ গঠিত হতে পারতো না।

ব্যাক্তিভিন্নতা বলতে সামাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বহুবিধ কর্মের প্রয়োজন হয়, তার রসদসমূহ।
একক থেকে ক্রমে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানব পর্যায়ে এই কর্মগুলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

এবার ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসদগুলিকে মিলিয়ে যা গঠিত হয়-সেটিই সমাজ।

প্রথম থেকেই সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে চেতনা শব্দটা জুড়ে রয়েছে।

কোন সমাজ কতোটা উন্নত, তা ঐ চেতনার মাপকাঠিতেই নিরুপিত হয়ে থাকে।

এই যে চেতনার পরিমাপ পদ্ধতি-এরও নিশ্চিত তাহলে কোনো ধ্রুবক রয়েছেতাই না?

কি সেই ধ্রুবক?

যুগে যুগে এই ধ্রুবক ব্যাবহারিক অর্থে পরিবর্তিত হয় আর সেইকালে সেই সর্বজন সম্মত ধ্রুবক্তটিই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কখনো কখনো বেজায় ভোগ চরিতার্থর উপকরণ,বৈভব এবং বিলাস কে ঐ ধ্রুবক হিসেবে গ্রহণ করা হয় আবার কোনো যুগে ত্যাগ তপস্যা কৃচ্ছ সাধন ও তার ফল সমূহ ঐ ধ্রুবকের স্থান অধিকার করে।

সোজা কথায় এরই মাধ্যমে সমাজে সমাজে, দেশে দেশে চলে রেষারেষি।

তাহলে কখনো ঐ চেতনার প্রকাশ আড়ম্বরে আর কখনো বা অন্দরে।

এই অন্দর আর অন্তর জগতের ভেতর কার্যত কোনো তফাৎ নেই।

অন্তর জগতের শক্তির প্রকাশমুখীতাই শুধুমাত্র জানান দেয় নিশান উড়িয়ে-দেখ আমাদের সমাজ কত উন্নত ইত্যাদি।

মধু মক্ষিকার দল ছুটতে শুরু করে ঐ প্রচারিত ব্যাখ্যা আর নিশান দেখে।

নাম হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বকেন্দ্র।

এক সময়ের নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা বিহার আজকের স্টানফোর্ড, হারভার্ড, কাল্টেক, অক্সফোর্ড ইত্যাদি।

আবার এই দিক দর্শনের প্রভাব স্বভাবতই সমাজ ও দেশ চালিকা শক্তি কে পরিচালিত করে আর একটা ভাব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

বৌদ্ধ ভাব আন্দোলন
আজকের AI ভাব আন্দোলন... এইরূপ।

কিন্তূ শক্তির তারতম্য কখনোই হয় না।

যে চেতনার কথা ও প্রচারের কথা বিস্তারলাভ করে, তা কখনো ভাসাভাসা আর কখনো বা কোটি যোজন দূরের মনের অন্দর মহলে।

এবার আবার ফিরে আসছি এই ব্যাক্তিভিন্নতায়।
এই ভিন্নতা পেশা সর্বস্ব আপাত দৃষ্টিতে, কিন্তূ চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই নয়।

এই চেতনার প্রকাশ ব্যাক্তি বিশেষে ভিন্ম ভিন্ন আর এটাই যথার্থ অগ্রগতির দূত ও দর্শনসার।

মহেন্দ্র রচনায় এই নব সমাজ গঠন যা তাঁর নির্দেশানুসারে ধীরে করার প্রচেষ্টা আমাদের এমন এক সাম্য ও সম্মানময় সমাজের হদিশ দিচ্ছে... যা সারা বিশ্বের আজ প্রয়োজন।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব #২

সামাজিক স্তর সমুহের একত্রিকরণ....

এটিকে ভিত্তি করে, বাহ্যিক পেশা ও প্রকাশ যাই হোক না কেন, কোনো অসুবিধা নেই।
এর ফলে লাভ যেটা, সেটা হল শক্তি ও শান্তি লাভ একত্রে, সর্বদা চলার পথে।

এটিই এক শক্তিশালী জাতি গঠনের মূল চাবি।

তাই বিশেষ চর্চা, চিন্তা এবং পরীক্ষা তথা উপলব্ধি করে করে চলতে হবে।

এটি পুরোপুরি এক ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিজ নিজ জীবনে।

এটির শিক্ষালাভ এবং পরবর্তীতে অপর জনকে শিক্ষাদানের ক্ষমতালাভ-দুটোই করা চাই।

এখন প্রশ্ন হল-এটি কি বিষয়ের চিন্তা ও চর্চা এবং সর্বস্তরের প্রতিনিধিদের জন্য প্রয়োজন না আপামর জনসাধারণের জন্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হল -আত্মজ্ঞানলাভ এবং এটি আবশ্যিক হিসাবে প্রচলন করা চাই।
এটি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের চর্চার রূপরেখা নির্মাণ করতে হবে,চর্চাকারীর অভিরুচি অনুসারে।
আত্মার শক্তি যে অসীম এবং অপ্রতিরোদ্ধ এটা উপলব্ধি করা একান্তভাবে জরুরি।
এতে ব্যাক্তি নিজে যেরূপ উপকৃত হবে, ঠিক সেই অনুসারে সমষ্টিশক্তি প্রবাহ দেশ এবং জাতিকে প্রচন্ড মাত্রায় শক্তিশালী করবে।
পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ তাই বলেছেন... ধর্মের উর্ধে জাতি।

এই অনুশীলন, অপর দিক থেকে স্বধর্ম, বেদান্ত বা আত্মস্বরূপ উদ্ঘাটনের অনুশীলন ছাড়া ভিন্ন কিছু মোটেই নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়... মহেন্দ্রনাথের আগমন আমাদের জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে-সবার জন্যই, এতে কোন সন্দেহ নেই।

পুঁথিগত বা এক্ষনে প্রচলিত শিক্ষা ব্যাতিত, শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান করিয়েই... এই আত্মজ্ঞানলাভের শিক্ষা প্রত্যেকে অতি সহজেই গ্রহণে সক্ষম হবেন।
মহেন্দ্রনাথ এই কথা মনে রেখেই, তাঁর এই শিক্ষা পদ্ধতি রচনা করে রেখেছেন।

এবার আসছে বিভিন্ন পেশার কথা।
এক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজন অল্পকিছু বিদ্যা অধিগত করে বংশ পরম্পরায় পরিচালিত কোনো পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার, তাদের ক্ষেত্রে তো বলার কিছুই নেই, কারণ ঐ পেশার সমস্ত কিছুই জন্মকালীন সংস্কার স্বরূপ, একপ্রকার শিক্ষালাভ হয়েই গেছে।
ব্যাক্তির প্রয়োজন শুধুমাত্র যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের উৎকর্ষতার মান বৃদ্ধি করে চলা।
এক্ষেত্রে ঐ আত্মবিদ্যা প্রভুত সাহায্যকারী হয়ে উঠবে নিশ্চিতভাবে এবং অত্যন্ত কম সময়ের ভেতর প্রয়োজনীয় উৎকর্ষতা তথা মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে।

এছাড়া যারা কোন অপেক্ষাকৃত জটিল কোনো পেশা বা নতুন কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী হবেন, সেক্ষেত্রেও আগের মতন অধিগত আত্মবিদ্যা যেমন সহায়ক হবে, ঠিক সেইরূপ পেশাটির যথাযত মর্যাদা রক্ষা করাও সহজ হয়ে যাবে -কোনো দুর্নীতির আশ্রয় নেবার প্রয়োজনই হবে না।
বরঞ্চ ভিতরের শক্তি দুর্নীতি কে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই প্রতিহত করতে থাকবে।
এর শুভ ফল... শারীরিক এবং মানসিক শক্তির যথাযত বিকাশলাভ আর সর্বদা শান্তির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

এই পূর্ণতা প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা করেছেন বিস্তৃতভাবে মহেন্দ্রনাথ ওনার রচনাবলীতে।

মহেন্দ্রভাব ভিত্তিক সমাজ উন্নয়ন ও নব গঠন প্রণালীর প্রথম ধাপ এটি।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব #৩

মহেন্দ্রনাথের বক্তব্যর যেহেতু এই পর্যায়ে আলোচিত হচ্ছে,তাই এক্ষেত্রে নিজেদের মতামতের গুরুত্ব গৌণ।

কিন্তু অবশ্যই মন্তব্য ও মতামত সর্বদা গ্রাহ্য।

তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী দেশ গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে করে গিয়েছিলেন,তা ভালো বা খারাপ যাই লাগুক না কেন,বিশ্লেসন ও দর্শনে ঠিক অনুরূপ চিত্র ফুটে উঠছে!
তিনি সমাজ ও দেশ পরিচালকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-ব্যাবসার ক্ষেত্রে,ঐ ব্যাক্তিদের বোধগম্যতা আশানুরূপ নয়, তাই শুধুমাত্র সাধারণ পরিচালনাভারই ওদের ওপর নেস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত।

এমনকি এও বলছেন, সাধারণ সর্ব শ্রেণীর লোকের অর্থ শেয়ার এ খাটবে।
সোজা কথায়, তার মানে ব্যাবসায়িক ফলের এবং প্রয়োজনীয়তার সাধারণ জ্ঞান সবার রাখা চাই।
সবাই ব্যাবসায়িক উদ্যোগ না নিতে পারেন, কিন্তু বাজারের খবর রাখতেই হবে।
এর ফলে,প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে এবং বাজারে সাম্য আসার সুযোগ থাকবে।

তাহলে নীতি প্রণয়ন ও সেই অর্থে উন্নয়ন-এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি সুষ্ঠভাবে করতে হয়, তাহলে প্রথমে পরিচালক নির্বাচন পদ্ধতির আমূল কাঠামো বদলাতে হবে এবং এই বিষয়েও তিনি তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন, যা বিশেষরূপে ভাববার বিষয় এবং পরবর্তীতে প্রয়োগের পরীক্ষা।

এতদিন দেশীয়ভাবে যে রাজনীতি শব্দের প্রয়োগ আমরা এখনো করে চলেছি,এর ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে বিশেষ কোনো ব্যাক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব পড়ছেই পড়ছে,এই বৃত্ত থেকে এযাবৎ বেরোনো সম্ভব হয় নি।

আমরা যদি প্রজানীতি শব্দের প্রয়োগ ঘটাই, তাহলে কেমন হয়?

প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে প্রজা আছে মানেই তো পশ্চাতে রাজা আছেন,তাই না?

ব্যাপারটা তা হলেও, সেই রাজা কার্যত অদৃশ্যে অবস্থান করছেন,তাকে সামনাসামনি দেখা যাচ্ছে,না, অতএব তার গুরুত্ব গৌণ হয়ে থাকবে।
জনমানসে এই তত্ত্বের প্রয়োগে মনে হয়-পরিচালনার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

আরও সাধারণীকরণ করলে সোজাসুজি দেশনীতি শব্দের প্রয়োগও ভবিষ্যৎ এ করা যায় এবং উপযুক্ত ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিমন্ডলী কে দেশজ্ঞ, যারা কিনা দেশের ইতিহাস, ভূগোল এবং বিশেষ কোনো বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাদেরই বোঝাবে শুধুমাত্র এবং সেই সেই বিষয়ের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপর নেস্ত হবে।
এতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যাক্তিই শুধুমাত্র সুযোগ পাবে, অন্য কেউ নয়।

মহেন্দ্র সমাজ চিন্তা আমাদের এইসব পথের দিক নির্দেশ করছে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন
পর্ব#৪

আমরা হয়ত ধীরে ধীরে দেখতে অভ্যস্ত হব যে বহু চাষীর ভেতর থেকে একজন টোঙ্গর মাথায় দিয়ে দেশ পরিচালনার দ্বায়িত্ব লাভ করেছে, সে কিন্তূ তার পেশা কে আদৌ ভুলে যায় নি এবং নির্ধারিত সময়ের পরে,সে আবার চাষের কাজেই ফিরে যাবে।
এ আমার কথা নয়, স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের।

আমরা কি একালে চাষী মজুর,অতি ক্ষুদ্র কোনো ব্যাবসায়ীর সঙ্গে চাষের মাঠে, ছোট কারখানায় বা অতি ক্ষুদ্র ব্যাবসাইক প্রতিষ্ঠানের ঐ সব পেশায় নিযুক্ত ব্যাক্তিদের সঙ্গে মান্য গণ্য দের চিত্র...
কিন্তূ মহেন্দ্র ভাবধারার অনুবর্তী বিষয়, এটিই ভবিষ্যৎ এর চিত্র।

তিনি বলছেন, দেখবি এরাই একদিন দেশ শাসন করবে।

তিনি যে ক্ষেত্রে কোন বহুল প্রচারিত ভাবধারার উল্লেখ করেছেন, এই পর্যায়ে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।এর প্রধান কারণ হল-আমাদের ব্যাক্তিগত ও অবশ্যই দেশজ মানসিক গঠন উপযোগী পরিচালন ব্যবস্থাই একমাত্র আমাদের যথার্থ উন্নতির অবলম্বন হতে পারে।
উনি মার্কস এর তত্ত্বের দীর্ঘকালীন আমাদের দেশে সমাজ ব্যাবস্থার ভিত্তিতে উপযুক্ত বলে স্বীকার করেন নি, কিন্তূ অন্যত্র উনিই অতি পুরোনো ওনার দেখা রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্চক্ষে দেখা উন্নত রাশিয়ার আলোচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে আমরা একই তত্ত্বের দেশ অনুসারে ব্যবহারের তুলনামূলক ফল দর্শন করতে পারি।
এছাড়া উনি সমস্ত রাশিয়ার মানুষজনের কোন সামাজিক তত্ত্বের প্রবর্তক কে ভয় করে চলার কথাও বলেছেন।
এর ভেতর থেকে ঐ দেশের প্রগতির বৈচিত্র হীনতাও প্রকাশিত হয়।

ওনার সমাজ দর্শনে-ইংল্যান্ড,আমেরিকা এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নানান দেশের কথাও উঠে এসেছে।
মোট কথা পরিচালন পদ্ধতির পরিবর্তন,আবশ্যিক শিক্ষা ব্যাবস্থার গুণউন্নয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ, বহির ও অন্ত-বাণিজ্যর নিয়মাবলী ইত্যাদি আরও বহু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমাদের দেশের, বিভিন্ন মহাদেশের এবং সার্বিকভাবে সারা বিশ্বের উন্নতির মহা- সম্পদ ভবিষ্যৎ এ.. মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৫

ধর্ম ধর্ম করেই জাতটা গেল,এবার ৫০ বছর ওটাকে তুলে রেখে,বাস্তব মুখী হোক.. এই ছিল ওনার ভাব আর সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও একটা বক্তব্য... আমি খোল নলছে থেকে পরিবর্তন করতে চাই।

বলাবাহুল্য এই নতুন সমাজের পরিচালনা ও জনমানসে যে ভাব উনি প্রতিস্থাপিত করেছেন,সেটা ওনার Homocentric Civilisation গ্রন্থ পাঠেই অবগত হওয়া যায়।

সত্যিই কি তাহলে, উনি ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে ছিলেন?
এর উত্তর খুঁজতে মনে হয় ধর্মের ব্যাখ্যা ওনাদের অন্যরকম ছিল।

মানুষ কে ওনারা ঐ ধর্ম বা যুগধর্ম পালনের কেন্দ্রে বসিয়েছেন।

আর এই যে নতুন ভাবধারার প্রতিষ্ঠা-এ করতে গেলে তো এক আন্দোলন হয়ে যায়।

সেটা ঠিক আর এটা মনেরেখেই বলেছেন.. এতে সমস্ত ওঁচলা, আবর্জনা পুড়ে ছাই হবে-মানুষ মরবে না।

বুঝুন কি বিশাল আত্ম-বিপ্লব ঘটিয়ে,উনি এই উক্তি করলেন।

আসলে এই ধরণের যুগপুরুষেরা যে পথে চিন্তা করেন,সেই কালে সামগ্রিক ভাবেই জনগণ এর বিপক্ষে থাকে-অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া।

ঐ মুষ্টিমেয়র দল, একটি পদ্মের না ফোটা দলের মতন অবস্থান করে আর কালে খুব ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে আর পরিবেশ সুবাসিত হয়ে ওঠে।
ঐ সুবাসের আকর্ষণে অতি ধীরে আরও কিছু আধার এসে ঐ পদ্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়.. এইভাবে এই বাস্তবের ভূমিতেই এক সহস্রদল পদ্মের দর্শনলাভ হয়।

ওখানে যে চেতনা আর ভাবের ক্রীড়া চলে, তাতে প্রবল শান্তি আনয়ন হয়।

এই প্রবাহ শুধু যে কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হয় তা নয়, প্রত্যেকটি দল বা আধারের ভেতরেও চলতে থাকে।

মহাশান্তি ও শক্তিপূর্ণ এই রচনা পদ্ধতি সম্মকভাবে এক নব-মানব-অনুশীলনকারী ধর্মের প্রবর্তন করে আর ধীরে ধীরে বিশ্বমানব বিমহিত হয়।

মানব কখনোই ধর্ম ব্যাতিত প্রাণ বা জীবন ধারণ করে না।

মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাপুরুষগণের আগমনে শুধু পচনময় অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে যথার্থ বিকাশময়, আনন্দময় হয়ে ওঠে বিশ্ব।

তাই তিনি বারবার বলতেন... স্বগর্বেতে বীরগণ পদভরে যায়, ভবিষ্যতে পদক্ষেপ শাস্ত্র হয়ে রয়!
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব #৬

শব্দের স্তবক=বিশ্ব জগৎ...

এই পর্যায়ে একটা উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করি।

আমরা সকলেই জানি অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে স্বামীজী শিকাগো তে উপস্থিত হলেন আর প্রথম দিনে একটা বক্তৃতা দিলেন,যেটা একটা শব্দের মাধ্যমে গঠিত স্তবক বলা যায়।
আর কিছুই ছিল না তাঁর কাছে।

এরপরের অবস্থা দেখুন, তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের বিশ্বজুড়ে বিস্তার,অগণিত মানুষের আনাগোনা, নানান কাজের প্রতিষ্ঠা, নূতন জ্ঞান চর্চার উদ্বোধন, সেবামূলক কাজ, এমনকি বিপ্লবের মন্ত্র প্রদান... সব ঐ একটা শব্দের স্তবকের সূত্র ধরেই শুরু!

তাঁর মানে এই যে শব্দের প্রকার-এর পশ্চাতে কি থাকে?

প্রবল তপস্যা প্রসূত শক্তি।
যে শক্তির মাধ্যমে জগৎ ভাব-ভূমিকম্প-স্পন্দনে প্রবলভাবে আলরিত হয় আর সেই সুযোগে ঐ ভাব অগণিত লোকের মনের গভীরে ঢুকে গিয়ে,তাদের একটু একটু করে বদলিয়ে দিতে শুরু করে।

ক্রমে সুফল বুঝতে পেরে, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঐ ভাব দ্রুত বিকাশলাভ করতে থাকে আর আত্ম প্রয়োজনেই মানুষজন ভাবটি রক্ষায় যত্নশীল হয় এবং যে যেমন ভাবে পারেন, সেই ভাবেই সাহায্য করে থাকেন।

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলে কি আমরা বিশ্বাসমাজ উন্নয়নের চিহ্ন কি শব্দের স্তবকের ভেতর থেকে প্রকাশিত হতে দেখছি না?
মনে হয় নিশ্চয়ই দেখছি।

আমরা হয়ত ভাবছি,স্বামীজীর ঐ শক্তি বিকিরণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তূ মোটেই তা নয়।
গোমূখ দিয়ে জল আর প্রবাহিত না হলে গঙ্গার অবস্থা যেমন হত.. ঠিক একই ব্যাপার এই ক্ষেত্রেও ঘটতো।

তার মানে পুরো পদ্ধতিটাই একটা সামাজিক বিশ্বজনীন পরিবর্তন আনতে সক্ষম ছিল এবং এখনো পূর্ণভাবে রয়েছে।

শুকিয়ে যায় নি।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ মঞ্চে বললেন না, কিন্তূ যুগ প্রয়োজনে বইতে লিপিবদ্ধ করলেন-সেই একই পরবর্তী পর্যায়ের বিশ্ব সমাজ উন্নতির বিধান।

এই স্তবক নির্গত শক্তি আমাদের মধ্যে অবশ্যই প্রবেশ করেছে এবং করছে আর যা হচ্ছে, তা স্থায়ীভাবে।

ওনার প্রকাশ মঞ্চ-ওনার বই।
ঐ বইগুলো থেকে অবিরাম ধারায় শক্তি নির্গত হচ্ছে... বিশ্ব সমাজের কল্যাণে বিভিন্ন তরঙ্গের মাধ্যমে।

এটিই তাঁর স্পন্দন তত্ত্ব -যা এক যুগান্তকারী বিশ্বজনীন স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎস...
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৭

তখনকার কথা বলছেন-আমেরিকা, ইংল্যান্ড এ গণতন্ত্র আছে,কিন্তূ রাশিয়ায় নেই।

বলছেন-আমি দেশটাকে রাশিয়ার থেকে বড় করতে চাই।

আবার বলছেন,পরে চিনেরা রাশিয়ার মেয়েদের বিয়ে করবে।

অন্যত্র ওনারই উক্তি, রাশিয়ার মানুষদের অবস্থাতো আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সব কিছু মিলিয়ে দেখলে আমরা এই নতুন বিশ্বের রূপ ওনার ভেতর দেখতে পাই।

এশিয়া নিয়ে ওনার ভাবনা আর বাঙালির ছেলে এশিয়া চালাবে এই উক্তিগুলিও যুক্ত থাকবে ঐ নতুন বিশ্বরূপের সঙ্গে।

কোন চিহ্ন কি এযাবৎ এই সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণীর আমরা দেখতে পাই?

বাঙালি মিশ্রণ সারা পৃথিবীতে গত ৪০০-৫০০ বছরে যা হয়েছে,এই পরিমাণ মিশ্রণ অন্য কোন জাতির সঙ্গে হয়নি।

আফগানিস্তান থেকে টার্কি, বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ পুরো এশিয়া প্যাসিফিক সীমানা জুড়ে,ওদিকে ব্রাজিল, চিলি,আর্জেন্টিনা থেকে, মধ্যপ্রাচ্য আর পুরো ইউরোপ এর বিভিন্ন দেশ আর উত্তর আমেরিকা ও কানাডার তো কথাই নেই, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানও।
এর নিট ফল বাঙালির চিন্তার সূত্র ও জাল অগোচরে সারা বিশ্বে প্রসারিত।

দেশের ভেতর উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সবকটি রাজ্যতেও এর বিস্তৃতি ব্যাপক।
পুনা থেকে ত্রিভান্ডাম আর এদিকে হিমাচল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ ও সাথে মায়নামার সর্বত্র এর শিকড় রয়েছে।

এই জাতীয় এক বিশাল জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক-পথ প্রদর্শক হচ্ছেন মহান যুগ কান্ডারি মহেন্দ্রনাথ।

তাই তিনি আগামীর চিত্র পরিষ্কার দেখেই, সব উক্তি করেছেন।

আমাদের সত্যিই উন্নতি করার কোনো সীমা পরিসীমা নেই... এটা আমাদের খুব ভালো করে এখন বুঝতে হবে।

যা জগৎ এখনো ভাবা শুরুই করেনি,তা আমরা মহেন্দ্রনাথের কৃপায় ও আশীর্বাদে ভাবার সুযোগ পাচ্ছি, তাই ভুল ধারণা ও হিন্মন্যতা ছেড়ে আমাদের সগর্বে উঠে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

আগামীর যুগ হবে মনের চর্চা ও উন্নতির যুগ।

তাই আমাদের ফোকাস এর ওপর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পুরো রসদ এই বাংলা তেই মজুত রয়েছে অঢেল।

ইতিহাস খুঁজলে আধুনিক ভারতের প্রায় সর্ব বিষয়ের প্রথমের তালিকায় আছে এই বাঙালি জাতি,তাই টার কাঙালি হয়ে থাকা সাজে না মোটেই.. এটা ধর্মাচারণ একেবারেই নয়।

আমাদের একযোগে এবং এক লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এখন... তবেই মহেন্দ্র পূজা আমাদের করা সার্থক হবে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৭

তখনকার কথা বলছেন-আমেরিকা, ইংল্যান্ড এ গণতন্ত্র আছে,কিন্তূ রাশিয়ায় নেই।

বলছেন-আমি দেশটাকে রাশিয়ার থেকে বড় করতে চাই।

আবার বলছেন,পরে চিনেরা রাশিয়ার মেয়েদের বিয়ে করবে।

অন্যত্র ওনারই উক্তি, রাশিয়ার মানুষদের অবস্থাতো আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সব কিছু মিলিয়ে দেখলে আমরা এই নতুন বিশ্বের রূপ ওনার ভেতর দেখতে পাই।

এশিয়া নিয়ে ওনার ভাবনা আর বাঙালির ছেলে এশিয়া চালাবে এই উক্তিগুলিও যুক্ত থাকবে ঐ নতুন বিশ্বরূপের সঙ্গে।

কোন চিহ্ন কি এযাবৎ এই সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণীর আমরা দেখতে পাই?

বাঙালি মিশ্রণ সারা পৃথিবীতে গত ৪০০-৫০০ বছরে যা হয়েছে,এই পরিমাণ মিশ্রণ অন্য কোন জাতির সঙ্গে হয়নি।

আফগানিস্তান থেকে টার্কি, বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ পুরো এশিয়া প্যাসিফিক সীমানা জুড়ে,ওদিকে ব্রাজিল, চিলি,আর্জেন্টিনা থেকে, মধ্যপ্রাচ্য আর পুরো ইউরোপ এর বিভিন্ন দেশ আর উত্তর আমেরিকা ও কানাডার তো কথাই নেই, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানও।
এর নিট ফল বাঙালির চিন্তার সূত্র ও জাল অগোচরে সারা বিশ্বে প্রসারিত।

দেশের ভেতর উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সবকটি রাজ্যতেও এর বিস্তৃতি ব্যাপক।
পুনা থেকে ত্রিভান্ডাম আর এদিকে হিমাচল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ ও সাথে মায়নামার সর্বত্র এর শিকড় রয়েছে।

এই জাতীয় এক বিশাল জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক-পথ প্রদর্শক হচ্ছেন মহান যুগ কান্ডারি মহেন্দ্রনাথ।

তাই তিনি আগামীর চিত্র পরিষ্কার দেখেই, সব উক্তি করেছেন।

আমাদের সত্যিই উন্নতি করার কোনো সীমা পরিসীমা নেই... এটা আমাদের খুব ভালো করে এখন বুঝতে হবে।

যা জগৎ এখনো ভাবা শুরুই করেনি,তা আমরা মহেন্দ্রনাথের কৃপায় ও আশীর্বাদে ভাবার সুযোগ পাচ্ছি, তাই ভুল ধারণা ও হিন্মন্যতা ছেড়ে আমাদের সগর্বে উঠে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন।

আগামীর যুগ হবে মনের চর্চা ও উন্নতির যুগ।

তাই আমাদের ফোকাস এর ওপর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পুরো রসদ এই বাংলা তেই মজুত রয়েছে অঢেল।

ইতিহাস খুঁজলে আধুনিক ভারতের প্রায় সর্ব বিষয়ের প্রথমের তালিকায় আছে এই বাঙালি জাতি,তাই টার কাঙালি হয়ে থাকা সাজে না মোটেই.. এটা ধর্মাচারণ একেবারেই নয়।

আমাদের একযোগে এবং এক লক্ষ্যে কাজ করতে হবে এখন... তবেই মহেন্দ্র পূজা আমাদের করা সার্থক হবে।

অস্ট্রেলিয়ার দিকে পা বাড়িয়েছে.. এটাও ওনারই উক্তি।
ভাবুন তাহলে, উনি আমাদের জন্য কি কাজ ও আশা রেখে গেছেন..
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৮

মহেন্দ্রনাথের সমাজ দর্শন এক অতি বিস্তৃত ব্যাপার আর তাই এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাঁর কয়েকটা বিষয়কেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে-আমাদেরই নতুন ও ভালোভাবে বাঁচবার প্রয়োজনে।

এই যে তাঁর মূল থেকে আমাদের ছোট ছোট ভুলগুলি ভেঙে পথ করে দেবার চেষ্টা,সেটুকু শুধু আমরা বুঝতে পারলেও অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

তাঁরই কথায়, বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য পাঁড়ে গলিতে প্রবেশ করতে দেখি অজস্র মানুষ, তা আমি ওর ভেতর থাকাতে-পিছনের জনতার প্রবল চাপে এক এক ধাক্কায় অনেকটা করে এগিয়ে, একেবারে বিশ্বনাথের চরণে!

এও এইরকমই ব্যাপার, ওনার তত্ত্বগুলি শুধু কিছু কিছু বুঝলেই-এক একটা ধাক্কা আর আমাদের এগিয়ে চলা।

বলছেন,take your own seat, একেবারে দৃঢ়ভাবে বসে, নিজেকে পরিচালনা করো।

এই কথার ভেতর অসাধারণ সারমর্ম রয়েছে।

দেখুন এই নিয়ে একটা ছোট পরীক্ষা করে নেওয়া যায় আর আমরা প্রত্যেকেই সেটা করতে পারি।

এই যে এতো দ্রুত সমাজের নানান ক্ষেত্রে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি, বহুকিছু ভাব আমাদের ওপর জলপ্রপাতের মতন এসে পড়ছে,এর ফলে কখনো বা দিশেহারা বোধ করছি-ভাবছি সেই ছোট বয়সটাই ছিল ভালো আর পরিবেশটাও ছিল সুন্দর, বিশেষত যাদের বয়স একটু বেশী,তারা হয়ত এই ব্যাপারটা বুঝতে ভালোভাবে পারবেন।

এখন ব্যাপার হল,শত চেষ্টা করেও, এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়, কারণ মহেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়-National Trend চেঞ্জ করা যায় না।

তাহলে উপায়?

উপায় একটা আছে আর সেটা যে এতো বেশী কার্যকরী,তা ধারণাতেও আনা চট করে সত্যিই মুশকিল!
এ সেই তাঁর অভ্যর্থ বিপরীত ধ্যান।

না,এ নিছক স্মৃতি হাতরে বেড়ানো নয় মোটেই, মনে একটু দৃঢ়তা নিয়ে আর পছন্দসই স্থানে বসে সাধারণভাবেই এটা অভ্যাস করা সম্ভব-তবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

কি এই শৃঙ্খলা?
যা ভাবা হবে, সেখানেই মনকে বেশী সময় ধরে রাখার চেষ্টা করতেই হবে।

একেবারে আপনি আপনার ছেলেবেলার কোন ভালোলাগার একটিমাত্র স্মৃতিতে চলে যান আর মনকে শুধুই ঐ স্মৃতিটাই ভাবতে বাধ্য করুন, অন্য কোনো ভালোলাগার স্মৃতি তে একদম মনকে নিয়ে যাবেন না।

এর ফলে কিছুক্ষন পরে দেখবেন, আপনি বেশ যেন একটা আনন্দ পাচ্ছেন।

কোনো কাকতলিও ব্যাপার নয়, একেবারে সরাসরি হাতে নাতে একটা বিজ্ঞান-ফল পেয়ে গেলেন।

আসলে কি ঘটলো?

আপনি মন দিয়ে কাল কে কেটে ফেললেন!
সেকি,কিভাবে?

ঐ যে আপনার এখনকার বয়স থেকে একেবারে ছোট বয়সের সময়ে চলে গেলেন, মানে ৩০-৬০ বা বেশী বছর পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে ঐ সময়ের কথাই ভাবতে মনকে বাধ্য করলেন.. এতে ঐ কাল কাটা পড়লো আর তাই এই কালের কোনো উন্মাদনা আপনার ওপর ক্রিয়া করতে সক্ষম হলো না।

এবার কি করবেন?

ভাবুন আপনি ভূমির মতন স্থির।

আপনার ঐ ছেলেবেলার স্মৃতিকেও মন দিয়ে মন থেকে সরিয়ে দিন।
দেখবেন আরও বেশী আনন্দ আসতে শুরু করেছে।

ব্যাপার কি ঘটছে?

আপনি আত্মস্থ হয়ে যাচ্ছেন বা গেছেন, অর্থাৎ সোজা কথায় রূপকের ভাবে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন-এক নিশ্চল শান্ত আনন্দময় অবস্থা।

আপনার ওপর যে শক্তির দাপাদাপি চলছিল,তাও শান্ত হয়ে গেছে, মানে মন নিয়ন্ত্রণ আপনি করেছেন... কাল কে মানে সময় কেও নিয়ন্ত্রণ এখন আপনার অধিগত।

এই কাল থেকেই.. মা কালীরুপী রূপক মূর্তি.. আমাদের ধ্যান, বিশেষত বিপরীত ধ্যানের সহায়কী এক মাতৃ মূর্তি।

যত কিছু সুচিন্তা এবং যা দীর্ঘস্থায়ী,তা সবই এই আত্মস্থ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার ফল মাত্র।

তাই মহেন্দ্র ভাব অবলম্বনে নূতনভাবে নিজেকে গড়ার লক্ষ্যে, আমাদের ওনার পথ অনুসরণ করতেই হবে।

তাঁর সমাজ দর্শন এই ইঙ্গিতই আমাদের দিচ্ছে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৯

মহেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য সব ধরণের উন্নতির রাস্তা খুলে রেখেছেন।

তিনি একেবারে নিরালম্ব অবস্থা থেকে, আশ্রয়াধীন অবস্থা এবং জাগরণী অবস্থা-প্রধানত এই তিন ধরণের স্তরের যথাযোগ্য উন্নতির রসদ সাজিয়ে রেখেছেন।

উপরিউক্ত ঐ তিন ধারাকে আমরা অতি বিজ্ঞানসম্মত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে একটু তুলনা করতে পারি।

এ শুধুমাত্র সাজুজ্জ দর্শন করাবার জন্যই নয়, পুরোপুরি এক প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৯

মহেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য সব ধরণের উন্নতির রাস্তা খুলে রেখেছেন।

তিনি একেবারে নিরালম্ব অবস্থা থেকে, আশ্রয়াধীন অবস্থা এবং জাগরণী অবস্থা-প্রধানত এই তিন ধরণের স্তরের যথাযোগ্য উন্নতির রসদ সাজিয়ে রেখেছেন।

উপরিউক্ত ঐ তিন ধারাকে আমরা অতি বিজ্ঞানসম্মত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে একটু তুলনা করতে পারি।

এ শুধুমাত্র সাজুজ্জ দর্শন করাবার জন্যই নয়, পুরোপুরি এক প্রমাণিত সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে।

মহেন্দ্রনাথের এক সাক্ষাৎ পার্শদ একসময় মন্তব্য করেছিলেন-আমরা স্বভাবত রজগুণি।
এটা ধরলে আমরা বুঝতে সহজেই পারি আমাদের উত্তরণ কোন স্তরে হবে।
তবে এক্ষেত্রে কিছু বলার আছে, যেটা হল, ওনার কাছে যারা এসে পৌঁছিয়েছিলেন,তারা সবাই কোনো না কোনো ভাবে ভেতরে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং কোনো না কোনো বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, যা অবশ্যই সৎ অর্থে।
অর্থাৎ তাদের ঐ নিজ নিজ শ্রদ্ধাবলে... সৎ কিছুকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল।
এই অবস্থা কে আমরা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদের সঙ্গে,একই পর্যায়ের অবস্থা হিসেবে ধরতে পারি।
আর এই অবস্থা কে ওনার ন্যায়ু-দর্শন গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থাও বলা যায়।

এই অনুরাগীদের বেশীর ভাগই মনে হয় সমস্ত সুখ দুঃখ জয় ইত্যাদি করতে সক্ষম ছিলেন না...
পূজনীয় ধীরেন্দ্র নাথ বসু লিখেছেন উনি চলে যাবার পরে... আমি আজও কাঁদছি।

স্বামীজী এই ব্যাপার সমস্ত ভালোভাবে জানতেন বলেই বলেছিলেন যে এমন কাজ করবে যাতে তুমি যাবার পরে বহুলোক কাঁদে।
এর অর্থ, এক বিশেষভাবের অবস্থায় লোক কল্যাণ এ অবস্থান।

এবার আসছি এর পরবর্তী স্তরের কথায়।
এখানের উদাহরণ শ্রদ্ধেয় পেয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছোটবেলার বন্ধু দ্বিজেন্দ্র।

যে কিনা মহেন্দ্রনাথের কাছে আসা যাওয়া করতো আবার শিল্প ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাও চলত।

পরবর্তীকালে শোনা যায় যে তিনি সাধু হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সাধুত্বর অবস্থা কে যদি আমরা পুরোপুরি তথাকথিত সংসার বিজয় আখ্যা দিই, তাহলে কি খুব ভুল কিছু হবে?
এক্ষেত্রে ঐ সাধারণ সুখ দুঃখ কে তিনি জয় যে করেছিলেন-একথা বলা কি সঙ্গত নয়?

মনে হয় তিনি সর্বতভাবে সেটা করতে সমর্থ হয়েছিলেন.. এটা কি বেদান্ত দর্শন এর অবস্থালাভ নয়?
যা কিনা এই যুগে পরিমার্জিত ও ব্যাপক হয়ে জগৎ ধারণ ও সহায়তার এক অতি শক্তিশালী স্তর হয়ে উঠেছে... যা এক কথায় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণলোক-এই আখ্যায় ভুষিত।

এর ভেতর কি ন্যায়ু দর্শন নেই?
স্বয়ং ন্যায়ুদর্শন স্বরূপ, তিনি নিজেই তো সেখানে উপস্থিত.. সর্ব ভাবময়,অর্থাৎ কিনা সর্বন্যায়ুময় তিনি।

এরপর আসছে যারা এযাবৎ মহেন্দ্র ভাব ধারা বা অন্য কোনো অতিন্দ্রিয় ও কার্যত অদৃশ্য অনুভূতির জগতের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নন আর এই পৃথিবীর বস্তূতান্ত্রিক বিষয় কেই চরম জ্ঞান ও প্রাপ্তির ক্ষেত্র হিসেবে ভেবে থাকেন, সে ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ সর্বদা সেখানে ক্রিয়া করছে-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাহলে সিদ্ধান্ত কি দাঁড়ালো?

মহেন্দ্রনাথের অবস্থান ও শিক্ষা তাহলে আমাদের জন্য কি?

তিনি অতি উচ্চ এক ভূমিতে অবস্থান করছেন আর স্বামীজীর কথায়.. এই জাতীয় মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের খুব কাছেই থাকেন আর তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্র বা বলা ভালো,তাঁর শিক্ষাদানের ক্ষেত্র এতোই বিশাল-যেখানে বিশ্বমানবের স্থানলাভ হয়।

মহেন্দ্রচর্চায় মনে হয়, তাঁর অনুগামীদের লিখিত পুস্তকগুলি প্রবেশদ্বার হিসেবে দন্ডায়মান।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১০

এই পর্যায়ে মহেন্দ্রনাথের সোসাইটি বইটার সামান্য পর্যালোচনা করার চেষ্টা করছি।

উনি বলছেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই বহুবার প্রাচ্চ থেকেই civilisation এর রসদ পাশ্চাত্যতে গিয়ে, আবার কিছুটা modified হয়ে,এই প্রাচ্চতেই পুনরায় ফিরে এসেছে।
অসাধারণ এক বক্তব্য, অতএব এই নব ভাবধারা যা, শ্রী মহেন্দ্রনাথ থেকে উত্থিত, বলা ভালো এর উৎস স্বরূপ যা মূলত রামকৃষ্ণ ভাব,তা এই ভারতভূমি থেকে ক্রমে সারা বিশ্ব কে আন্দলিত করে এবং জাগিয়ে এখানেই স্থিতিলাভ করবে।

এগুলো সমস্ত গভীর চিন্তন এর বিষয়, কারণ এর সঙ্গে আমাদের জাতির অস্তিত্ব ও বিজয় জড়িয়ে রয়েছে।
উন্নতির আর কোনো উপায় নেই।
তাই আমরা কে কীভাবে এই মহান মহেন্দ্র কর্মে মহেন্দ্র ক্ষণে যুক্ত হতে পারি, তা এখনই ভেবে নেওয়া দরকার।

তিনি তাঁর এই Society বইতে বহু অমূল্য সম্পদ ও নির্দেশ আমাদের ব্যবহার এবং কার্যে প্রয়োগের জন্য লিপিবদ্ধ করে ইতিমধ্যেই রেখেছেন।

উনি প্রমাণ সহযোগে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন।

সমাজ গঠনের মূল চারটি তাঁর স্তম্ভ বহু জায়গায় বর্ণিত করেছেন।

এই বইটিতে,উনি ও স্তম্ভগুলির বিশেষ চরিত্র ও উপযোগীতা তুলে ধরেছেন।

Individual এর মৌলিক চিন্তার ওপর প্রভুত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
এই মৌলিকত্ব কে অস্বীকার করায়-যে প্রভুত ক্ষতি দেশ গঠন ও উন্নতির লক্ষ্যে,তা বারংবার মনে করিয়েছেন।

ঐ মৌলিক চিন্তাগুলিই যে প্রধান জাতীয় সম্পদ,এটা ব্যাখ্যা সহযোগে প্রদর্শন করিয়েছেন।

সমভাবের মাত্র কয়েকজন কে নিয়েই কাজ শুরু তথা নতুন সমাজ গঠনের বিধান দিচ্ছেন।

কালে যা আকর্ষণী ও কার্যকরী শক্তির মাধ্যমে এক নতুন অতি শক্তিশালী জাতি গঠনে যে সমর্থন,তা বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি সবাই জানেন যে, নারী এবংToiler এর ভূমিকাকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে, তাঁদের ত্যাগ,একাগ্রতা, মিলিত প্রয়াস এবং কার্য সিদ্ধির সমস্ত বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে আমাদের সজাগ করেছেন।

বলছেন,কয়েকটি অতি উচ্চবিত্ত পরিবার, এমনকি তথাকথিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীও যদি বিলীন হয়ে যায়,তাতে জাতির উন্নতির নিরিখে বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশংকা একেবারেই নেই।

তিনি নতুন শিক্ষা এবং Natural Religion বলতে কি বোঝায়, তার সুন্দর উপমা সহকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বিস্তৃত ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকবো,এই কারণে-যাতে মূল বইটি পড়ার আকর্ষণের একদম হানি না হয়।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন

পর্ব#১১

পূর্বের পর্বের সূত্র ধরে আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে,উনি নতুনের পক্ষপাতী, বিশেষত ইন্ডিভিজুয়াল মেরিট এর পরিপ্রেক্ষিতে আর এই মেরিট আসার মূল সড়ক কে জুড়ে দিয়েছেন toiler দের সঙ্গে এবং আক্ষরিক অর্থে যারা পিছিয়ে পরা, সেই শ্রেণীর সঙ্গে।
তাঁর বক্তব্য অনুসারে ওদের কাছে বিপুল রসদ মজুত রয়েছে, আমরা তাই ওদের অগ্রাধিকার না দিলে বা না দিলেও কালে ওরা এটা অর্জন করবেই
তাই এই সুচিন্তাকে উনি সংযুক্ত করেছেন ওনার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যাবস্থার সহিত।
এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সামান্য আক্ষরিক জ্ঞান, ধরা যাক সংবাদপত্র পড়ার ক্ষমতা হলেই চলবে।
যেটা আমাদের ওদের জন্য করতে হবে,সেটা হল, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত যে সব প্রযুক্তি ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করছি-সেগুলোর মেরামতি আর মেইনটেইনন্যান্স অতি সহজভাবে উপস্থিত করতে হবে ছোট ছোট training ইত্যাদির মাধ্যমে।

দুনিয়ার দিকে চোখ রাখলে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর ওপর এখন যে সব কর্মসূচি আমরা দেখতে পাচ্ছি,তা মহেন্দ্র চিন্তার প্রতিফলন বললে অটূক্তি হয় না।

এর মূল কারণ,উনি খুব ভালোভাবেই জানতেন, যা হল কালে আমরা ফরেন সব কান্ট্রি থেকে বিপুল মাত্রায় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি আমদানি করবো,যা দেশে উদ্ভাবন করা হয় না।
এইসব ক্ষেত্রে তাই আমাদের কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে শুধু ওগুলি কে চালনা ও রক্ষানাবেক্ষণ করা মাত্র আর এই জন্য মোটেই বড় সময়ের কোনো কোর্স করার আদৌ দরকার নেই

এই করতে করতে অন্য দিকের দরজাও কিন্তূ উনি খুলে রাখতে বারবার বলছেন, যেটা হল ইন্ডিভিজুয়াল এর মৌলিক চিন্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ।

দেখা যাবে আমাদের দেশের মূলগত মানসিকতা,প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং আন্তরিক প্রয়োজনীয়তা এসবের ওপর প্রচুর উদ্ভাবনী শক্তি মজুত রয়েছে আমাদের দেশেরই এক বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
এরা সেই জনগোষ্ঠী যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে।
অতএব ঐ দরজা দিয়ে ঐসব মৌলিক চিন্তা এবং সেগুলিকে ভিত্তি করে নানান দেশীয় পণ্যসম্ভার নির্মাণ করা এবার অবশ্যই সম্ভব হবে।
এই জাতীয় জ্ঞান ও সম্ভার এর ব্যাবসায়িক বাজার শুধু আমাদের দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশেও এর এক বিশাল চাহিদা থাকবেই।

তিনি এও নিশ্চিতভাবে জানতেন বলে মনে করি, যা হল এইসব মৌলিক চিন্তা প্রধানত হবে মন-কেন্দ্রিক

মনের উত্তরণের সহায়ক বিভিন্ন যন্ত্র,আধুনিক ও উপযুক্ত উপদেশাবলী, নানান ঐ জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই হবে নির্মিত ও প্রচারিত।

সারা বিশ্বে ততদিনে(যার চিহ্ন আমরা এখনই দেখছি)এই জাতীয় সম্পদের চাহিদা হবে ব্যাপক এবং তার বৃদ্ধিও হবে বিপুল মাত্রার।

অতএব স্বনির্ভরতার আসল চাবিকাঠিটি কোথায় রয়েছে,তা অতি পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে।
এই ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত Society বইটি এক অসামান্য আকরিকের কাজ করবে।

পাহাড়ের মানুষের চিন্তন,সমতলের চিন্তন, ছোট ছোট ভ্যালি বা উপতক্কার চিন্তন-সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির প্রাকৃতিক কারণেই।

অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ যে আমাদের কতভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন,তা ভাবলে আশ্চর্য হতেই হয়।

বলছেন, যারা ঐ সুউচ্চ বরফে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দা, তারা স্বভাবতই ধ্যানমুখী আর তাদের ভাষার নির্গমণ প্রণালীও সেইরকম.. এই যেন অতি উচ্চ পিচ এ উঠে গেল পাহাড়ের শিখরে চড়ার মতন আবার পিচ বা এক্ষেত্রে শব্দ নিচু লয়ে চলে এলো,যেন পাহাড় থেকে নেমে এলো!

সমতলের মানুষদের ক্ষেত্রে বলছেন... ভাষা যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মতন আর ব্যবহারও সেইরূপ,বিশেষ চুপ করে থাকতে পারে না আর উপত্যকার মানুষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট তরঙ্গের মতন ছড়িয়ে পড়ছে।
এসবই প্রকৃতির মানুষের মনের ওপর আবেশের ফল মাত্র।

তাই এই মহেন্দ্র রত্নখনিতে প্রথমে প্রবেশ করে যদি নিজেদের ভেতরের সঞ্চিত অঢেল রসদের সন্ধান একবার পেলেই এবং সেগুলিকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার ধীরে ধীরে করতে পারলে আমাদের জাতি ও দেশ প্রভুত যে উন্নতিসাধন করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১২

জাতি গঠনের সমস্যা আমাদের দেশের-যেমন মহেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ঠিক সেইরকম পূজনীয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও একই কথা বলেছেন।

আমাদের প্রত্যেকটি প্রদেশের বেশিরভাগের ভাবই ভিন্ন ভিন্ন এবং রুচিও তাই, সেক্ষেত্রে ভাষা যেমন অন্তরায়, সেইরকম অন্যসব কিছুও।

তাই প্রথমে অন্তত একটি কার্যকরী সবার উপযোগী ভাষা হওয়া দরকার-সেটা বর্তমানে হিন্দি ভাষা।
কিন্তূ অন্যত্র পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও-বাংলা ভাষাকে এই মর্যাদা দেবার কথা ব্যাক্ত করেছেন, শুধু কিছুটা পরিমার্জিত রূপে।

ওনার Society বইতে উনি বিস্তর বিষয়ের আলোচনা করেছেন আর সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কি ব্যাপার সংগঠিত হয় সেটাও বলেছেন।

Centre of attraction কিভাবে এবং কতদিনে Centre of repulsion হয়ে যায়-সেটিও পর্যালোচনা করেছেন।

এইক্ষেত্রে সেই একই individual কে উনি সম্পদ সৃষ্টির কেন্দ্রে বসিয়েছেন যেখানে কোনো এক বিশেষ ভাবের আদান প্রদান কে ভিত্তি করে কোন সুযোগ কেউ প্রাপ্ত হওয়াতে ধীরে ধীরে তা বহুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মূল ভাবের বিকাশ সাধন ও চলতে থাকে।
এই বিকাশলাভ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশেও গিয়ে পৌঁছায় আর মর্যাদা আনয়ন করে, কিন্তূ আশ্চর্যের বিষয় ঐ individual বা ব্যাক্তির জীবন যাপন প্রণালী তখনও যথেষ্ট সাধারণ মানের থাকে এবং এটাও এক আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পরবর্তী প্রজন্ম আস্তে আস্তে ঐ সম্পদের বিস্তার আরও বেশী ঘটায়, কিন্তূ জীবন যাপন প্রণালী উন্নতমানের হতে থাকে আর সাধারণের সঙ্গে একটি দূরত্বর সূচনা হতে থাকে।

এইভাবে প্রায় ৭ থেকে ৮টি প্রজন্মর ভেতর যে ভাব ছিল আকর্ষণের বিষয়, সেটাই চলে যায় বিকর্ষণের পর্যায়, কারণ পরবর্তী প্রজন্ম গুলি, তাদের উন্নতির মূল ভাবটি পুরোপুরি বিস্মরিত হয় আর বিলাসে একেবারে গা ভাসিয়ে দেয় আর বিদেশীদের মর্যাদা আর পায়না।

এই সময়কাল উনি মোটামুটি ২০০ বছর ধরেছেন।

এইগুলি চিন্তার বিষয়।
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে যাতে আমরা একটু নতুনভাবে সমাজ গঠন করতে পারি, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দ্বিমাতৃক স্তরে আমাদের এই সমাজ গঠন করা প্রয়োজন:
১)বিদেশী পণ্য নকল করে,কিছুটা দাম কমিয়ে, অন্য অন্য অনূন্যতো দেশে সেই সব পণ্য রপ্তানি করা আর নিজেদের দেশীয় ভাবের উদ্ভাবন ঘঠিয়ে একেবারে নতুন ধরণের বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে উন্নত বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা।

এতে দেশের ভিত্তি বিশেষভাবে দৃঢ় হবে এবং জনমানসে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করবে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৩

প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে সরে আসতেই হব-নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে।
ঐটিই সমস্ত সমস্যার মূল,যদিও আরও অনেক শুধু নয়,নতুন সমাজ গঠনে-পুরোনো কে পুরোপুরি বদলিয়ে ফেলতে হবে আর তবেই হবে যথার্থ শক্তির প্রকাশ ও সার্বিক উন্নয়ন।

মহেন্দ্রনাথের যে চার প্রধান স্তম্ভ-love, liberty, truth and justice এরই ওপর ভিত্তি করেই নেশন গঠন করা চাই আর এই তত্ত্ব সার্বজনীন, অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

অতএব আমরা বুঝতেই পারছি যে, মহেন্দ্রনাথ এই নতুন বিশ্বসমাজ ব্যাবস্থার ডাক দিয়েছেন।

সাজা দেওয়ার প্রণালী ও পরিকল্পনা ওনার একেবারেই ভিন্ন।
ওনার মতে যে ব্যাক্তি ঐ চার স্তম্ভের কোন একটি বা অধিক ক্ষেত্রে যথাযত প্রয়োগের অমর্যাদা করবে-সেই দোষী সাব্যস্থ হবে এবং তাকে সংশোধন করে নিতে হবে,যেমন অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন উনি-চোর কে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত করার কথা ইত্যাদি।

উনি বলছেন বর্তমান তথা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যে নীতি প্রয়োগ করা হয় টা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতরো হওয়াতে প্রভুত দুর্নীতির সৃষ্টি হয় আর তা বেড়েই চলে।

অতএব নীতি অবশ্যই সরল হওয়া এবং ঐ চার স্তম্ভ ভিত্তিক হওয়া একান্তই জরুরি।

সমাজ অর্থে উনি individual কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন।
কি এই individual আর কেনই বা এতো গুরুত্ব আরোপ?

এই বিশ্লেসন দেখায়, কোনো ব্যাক্তির মধ্যে যে বস্তূটি constant, অর্থাৎ যেটির কোনো পরিবর্তন নেই.. সেটি কেই individual বলছেন উনি।

সেই constant টা ঠিক কি?

যেটি তার যথার্থ স্বরূপ, সোজাকথায় ব্রহ্ম বা চৈতন্য।

যে ব্যাক্তির মধ্যে সেটির উন্মেষ ও প্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে-তিনিই individual হিসেবে পরিগণিত হবেন আর ঐ ব্যাক্তির ভাবের প্রশারণে,অর্থাৎ কিনা বহু সমগুণ সম্পন্ন ব্যাক্তির মিলনে যে ক্ষেত্র গড়ে উঠবে... সেটির নামই হবে নতুন সমাজ।

এই সমাজ বর্তমানের সমাজের ভিত্তি এবং প্রকৃতি থেকে যে স্বতন্ত্র, তা আমরা সবাই বুঝতেই পারছি।

এই অদ্ভুত পরিকল্পনা কি সত্যই কার্যকরী হতে পারে?
অবশ্যই পারে, কারণ মানুষ মাত্রই গতিশীল আর যদি সেই গতি সত্যের দিকে কোনো নতুন নিয়মতান্ত্রিক অবস্থার বা পথের ভেতর দিয়ে যায়, তাহলে অশেষ উন্নতি ও কল্যাণ সাধন যে হবেই-এতে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্টোদিকে প্রতিশোধ স্পৃহা আর এই অতি জটিল সমাজ ব্যাবস্থার কুফল স্বরূপ স্বয়ংক্রিয় দুর্নীতি আমাদের উন্নতির কোনো সুরাহা করতে সমর্থ হবে না, শুধু বৃথা শক্তিক্ষয় হবে।

মানুষের মনের অজানা কথাকেই ভিত্তি করে মহেন্দ্রনাথের এই সমাজ-স্বপ্ন চয়ন।

কারণ খুব সোজা... মানুষ অনেকবেশি নিখাদ আনন্দ পেতে চাইছে, কিন্তূ পথ জানা না থাকাতে, সে তা লাভ করতে সমর্থ হচ্ছে না।
পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ এই পথটিই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৪

চক্ষুহীন চক্ষু...

যে পরিপ্রেক্ষিতে উনি individual কে ভিত্তি করে সোসাইটি গঠন এর কথা বলেছেন, ঠিক সেইরকম আবার বলছেন Society forms the individual,এতো বিপরীত কথা!
না, ঠিক তা নয়, আগে থেকেই society না থাকলে,individual আসবে কোথা থেকে?
অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়।
এর গভীরে আরও প্রবেশ করলে,এই উপসংহার টানতে হয় যে, মনুষ্য সমাজ প্রথমাবধই ছিল আর তারই ভেতর থেকে বিভিন্ন সময়ে এক একজন ব্যাক্তি বেরিয়ে এসেছেন,যিনি স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করে সমাজকে পরিচালিত করেছেন।
এক্ষেত্রে সমাজ সে ব্যাক্তির চিন্তাধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি বা পারবেও না।

আরও অদ্ভুত কথা উনি শুনিয়েছেন,ঐ কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যাক্তির সঙ্গে প্রথম অবস্থায় সমাজের এক বৃহৎ অংশের সংঘাত বা friction অনিবার্য, আর এরই ফল স্বরূপ যা আমরা প্রাপ্ত হই, তারই প্রথাগত নাম Civilization!

নিয়ে চলেছেন উনি আরও গভীরে আর সেখানে শোনাচ্ছেন ব্যাক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব ও আশা রক্ষার প্রধান কথা বা সূত্রগুলি।
Self preservation
self procreation
Self possession

বস্তূত এই তিন সূত্রই যে কোনো চরিত্র ও সমাজ গঠনের মূল উপাদান।

কারণ যে কোনো দেশের দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম শাস্ত্র এবং সমাজ পরিচালনা শাস্ত্র(রাজনীতি শব্দটি প্রযোজ্য নয়),এ সবই প্রথমত আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার নিরিখেই রচিত।

আমরা নিজেদের দেহ কে চরম অস্তিত্ব ভেবে, সর্বদা তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকি.. এটাই preservation।
এরপর সেই উপায়গুলি যা ব্যবহার করে এই অস্তিত্ব রক্ষা এবং যা যত্ন সহকারে সমাজে রক্ষিত হয় Archieve এর মতন,এটা procreation,কারণ এটা ব্যবহার করে আরও বহু ব্যাক্তি অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়।
তৃতীয় পর্যায়টি হল-আমরা সীমাহীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সর্বদা তৎপর, তা সে পারি বা নাই পারি.. আমাদের আন্তরের ইচ্ছা কিন্তু সেটাই থাকে,অর্থাৎ possession বজায় রাখা।
ভারত এ ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সফল, কারণ এই অস্তিত্ব বজায় রাখতে সর্বোত্তম শিক্ষা ও প্রয়োগ পদ্ধতি এখানেই সুলভ এবং বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচারিত।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৪

চক্ষুহীন চক্ষু...

যে পরিপ্রেক্ষিতে উনি individual কে ভিত্তি করে সোসাইটি গঠন এর কথা বলেছেন, ঠিক সেইরকম আবার বলছেন Society forms the individual,এতো বিপরীত কথা!
না, ঠিক তা নয়, আগে থেকেই society না থাকলে,individual আসবে কোথা থেকে?
অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপূরক বলা যায়।
এর গভীরে আরও প্রবেশ করলে,এই উপসংহার টানতে হয় যে, মনুষ্য সমাজ প্রথমাবধই ছিল আর তারই ভেতর থেকে বিভিন্ন সময়ে এক একজন ব্যাক্তি বেরিয়ে এসেছেন,যিনি স্বয়ং সত্য উপলব্ধি করে সমাজকে পরিচালিত করেছেন।
এক্ষেত্রে সমাজ সে ব্যাক্তির চিন্তাধারাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেনি বা পারবেও না।

আরও অদ্ভুত কথা উনি শুনিয়েছেন,ঐ কেন্দ্রীয় চরিত্রের ব্যাক্তির সঙ্গে প্রথম অবস্থায় সমাজের এক বৃহৎ অংশের সংঘাত বা friction অনিবার্য, আর এরই ফল স্বরূপ যা আমরা প্রাপ্ত হই, তারই প্রথাগত নাম Civilization!

নিয়ে চলেছেন উনি আরও গভীরে আর সেখানে শোনাচ্ছেন ব্যাক্তি ও সমাজের অস্তিত্ব ও আশা রক্ষার প্রধান কথা বা সূত্রগুলি।
Self preservation
self procreation
Self possession

বস্তুত এই তিন সূত্রই যে কোনো চরিত্র ও সমাজ গঠনের মূল উপাদান।

কারণ যে কোনো দেশের দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম শাস্ত্র এবং সমাজ পরিচালনা শাস্ত্র(রাজনীতি শব্দটি প্রযোজ্য নয়),এ সবই প্রথমত আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার নিরিখেই রচিত।
আমরা নিজেদের দেহ কে চরম অস্তিত্ব ভেবে, সর্বদা তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকি.. এটাই preservation।
এরপর সেই উপায়গুলি যা ব্যবহার করে এই অস্তিত্ব রক্ষা এবং যা যত্ন সহকারে সমাজে রক্ষিত হয় Archieve এর মতন,এটা procreation,কারণ এটা ব্যবহার করে আরও বহু ব্যাক্তি অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হয়।
তৃতীয় পর্যায়টি হল-আমরা সীমাহীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সর্বদা তৎপর, তা সে পারি বা নাই পারি.. আমাদের আন্তরের ইচ্ছা কিন্তু সেটাই থাকে,অর্থাৎ possession বজায় রাখা।
ভারত এ ক্ষেত্রে পূর্ণভাবে সফল, কারণ এই অস্তিত্ব বজায় রাখতে সর্বোত্তম শিক্ষা ও প্রয়োগ পদ্ধতি এখানেই সুলভ এবং বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচারিত।

নতুন সমাজের অনুসরণীয় নীতি প্রণোয়ণের ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্থীরা চিরকাল বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আর তাদের vested interest এর ফলস্বরূপ সংঘাত অনিবার্য হয়, কারণ প্রথমত তারা কোনো যুব সম্প্রদায়ের ওপর আদৌ আস্থা রাখেন না, তারা যে ভালো কিছু করতে পারে-এ কথা মনেও স্থান দেন না আর পচনশীল প্রবাহ তাদের পছন্দ, এতে আখের গোছাবার সুবন্দোবস্ত করাই থাকে বলে।

এই সবকিছু বুঝে যুগপুরুষের আবির্ভাব ঘটে এবং কালে নতুন পথ জয়লাভ করে।

এবার ভাবা যাক, সমাজের, দেশের এবং সারা বিশ্বের মানুষের এবং প্রকৃতির সম্মঞ্জস্ব কিরূপে নতুনভাবে সংসাধিত হয়।

এটি করতে আক্ষরিক অর্থে চক্ষুর প্রয়োজন হলেও বোধ-চক্ষুর একান্ত প্রয়োজন হয়।

এঁরা এই বোধ-চক্ষু সম্পন্ন মানুষ,স্থূল অর্থে চক্ষুহীন!

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে... চোখ দেখার পরে বোধে তা না এসে পৌঁছোলে-দৃশ্বের স্বরূপ বোঝা সম্ভব নয়,অর্থাৎ দর্শনে বোধের গুরুত্ব সমধিক।

এই মহা-মানুষেরা সবাই তাই তাঁদের অন্তরদৃষ্টি বা বোধদৃষ্টির মাধ্যমে সবকিছু পুঁখ্যানুপুঙ্খ ভাবে অনুধাবন করে অর্থাৎ বিশ্বসমাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝে, তবেই নতুন সমাজ গঠনের মন্ত্র দেন।

কালে বিশ্ববাসি তা ধীরে ধীরে কার্যে পরিণত করে।

পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বসমাজ চিন্তায়.. যথার্থ উন্নয়ন ও মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের যুগসমাজ মন্ত্রগুলি প্রদান করেছেন।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৫

ঘটনা কি ঘটে নতুন সমাজ গঠনে, সেটাই আলোচনার বিষয় এই পর্বে।
এক্ষেত্রে আমাদের দেশকেই মডেল হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এমন এক সময় আসে, আর যে কালে আসে-তা একদিক থেকে পরাজয়ের অবস্থা আর অন্যদিক থেকে আশার আলোও বটে।

এইসময়ে প্রভুত বিদেশী ভাব প্রভুত্ব করতে থাকে,যা কিছুই বিদেশে উদ্ভাভিত হয়-সে সব দেখাদেখি একেবারে না করেই, অর্থাৎ যাচাই না করে-এক শ্রেণীর প্রাচীন দেশ যেমন ভারতের মতন দেশ তা অবলীলায় গ্রহণ করে আর ব্যাপক এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।
এর ফলে বিদেশীরা প্রভুত লাভবান হয় আর এক শ্রেণীর দেশীয় লোক তাদের প্রতিনিধির কর্ম করে, তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে ধনী হয়ে উঠতে থাকে।
এরা নিজেরা দেশিয় প্রায় সমস্তভাব কে কম গুরুত্ব বা গুরুত্ব একেবারে না দিয়ে-জন গণের ভেতর বিদেশী পণ্যর গুণ প্রচারে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকায়-পরিষ্কার এক অতি ধনী শ্রেণী কালে আত্মপ্রকাশ করে আর দেশের এক বিশাল অংশের মানুষ দারিদ্রতা কে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়।

এই অবস্থা বেশ কিছুকাল চলার পরে... দেশের পরিচালন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা স্তর পর্যন্ত ধীরে ধীরে আরাজকতা গ্রাস করে আর আনন্দ, শান্তি উধাও হয়ে যায়।

শুভক্ষণে এক চরিত্রের উদয় হয় যেমন ধরা যাক এই আলোচনার ভিত্তিতে মহেন্দ্রনাথের মতন, যিনি কিনা সর্বতভাবে দেশপ্রেমিক তো বটেই,উপরনতু বিশ্বপ্রেমিক ও নিশ্চিতরূপে.. তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি সহায় সমাজে, তথা দেশে প্রথমত সাম্যতা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন আর পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন হয়ে থাকে।

এই ধরণের মানুষের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে, সেটা হল দুটি প্রতিষ্ঠানিক ভাবের ভেতর সংঘাত।

একটি ঐ বিদেশীভাব আর অন্যটা নিজেদের দেশের অতি শক্তিশালী বিস্মিতপ্রায় প্রাচীন ভাব।
কার্যত এই দুই ভাবের সংঘাত এর ফলশ্রুতি স্বরূপই এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

তিনি গভীর চিন্তন ও শক্তিবলে কার্যকরী সমস্ত প্রাচীন ভাবের পুনরুত্থান ঘটনা আর এরপরে তার সুফল প্রাপ্তি ও পরীক্ষা করে দেখার বর্ণনা সহযোগে, তাঁর উদ্ভাবিত এক নতুন ভাব প্রচারে অগ্রণী হন।

ধীরে ধীরে অতি অল্প সমমনস্ক ব্যাক্তি ঐ নিঃস্বার্থ ভাবের আকর্ষণে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন আর পূর্বোক্ত মহাপুরুষ স্বয়ংক্রিয় ভাবেই বিরাজ করেন কেন্দ্রসম হয়ে।

এবার ঐ নতুনভাব থেকে সুফল প্রাপ্তির খবর ধীরে ধীরে অলক্ষে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর অতি ধীরে মন থেকে বিদেশীভাবের প্রভাব কমতে শুরু করে।

এই নতুন অতি শক্তিশালী ভাবের প্রবাহ মোটেই বন্ধ হবার নয় তো বটেই, উপরন্তু কোন একসময়ে দেখা নিশ্চিতভাবে যায় যে পূর্বের বিদেশীভাবের অস্তিত্ব এমনভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে যে-সেটা কোনোসময়ে সক্রিয় ছিল,এ ভাবা তো দূরের কথা,জনগণ একেবারে বিস্মৃত হয় ঐ বিদেশী ভাবকে।

এটাই পুনরুত্থান দেশের তথা জাতির.. ইতিহাস এই স্বাক্ষই প্রদান করে।

আমরা স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের শ্রীমুখের বক্তব্যই তুলে ধরছি মাত্র, তাঁরই অনুরণন তুলে...
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: কীভাবে এগোবো..?

সোজা কথা মানুষের মনের স্তরের পরিবর্তন না ঘটলে,কিছুতেই আসল ভালো কিছু বুঝতেই পারবে না।

আর বুঝতে একবার পারলে,সে বাকি সব কথা শোনার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে আসবে।

এই প্রথম জাগানোটাই একটু কঠিন কাজ, তবে একবার করতে পারলে সমস্ত অসুবিধা দূর হবে।
অতএব এটা করতেই হবে।

অন্যথা দিন দিন বিদেশী ভাবের প্রবাহে এখানকার মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে

আর বিদেশ এই নতুন কার্যকরী ভাব সম্মন্ধে কিছুই জানেনা,অতএব একটু ওদের জানাতে পারলে-ওরাও উপকার পেয়ে এগিয়ে আসবে।

এটা করাই আমার মূল কাজ।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: নানান মাধ্যমে এটা করা যায়,তবে সহজ এবং আমাদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যমটা এখনই খুঁজে নিতে হবে।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৬

শ্রেণী ও শক্তি...

মহেন্দ্রনাথের মূল চারটি স্তম্ভ যে কত যুক্তিপূর্ণ ও কার্যপযোগী,তা ভাবলে অবাক হতেই হয়।

তিনি বলছেন এই স্তম্ভগুলোর ratioর কথাও-এর কোনো একটি বা অধিক যদি তার ব্যালান্স হারায়, সেক্ষত্রে সমাজে অস্থিরতা, desatisfation,দুর্নীতি, ক্ষমতার পুঞ্জিকরণ ইত্যাদি আসতে বাধ্য।

বলছেন প্রথমে ঐ self possession কে কেন্দ্র করে,যে অবস্থায় শুধুমাত্র নিজেকে, অর্থাৎ কিনা বিশেষত নিজের দেহ এবং অনুসঙ্গিক রসদ রক্ষা করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় অন্য সবার প্রতি চরম উদাসীন্ন প্রকাশ পায়।

এই জাতীয় ব্যাক্তি কে দেখে এবং তার আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা লক্ষ্য করে, ভালো থাকার বাসনায়, কিছু কিছু করে অন্য লোকজন তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং ঐ ব্যাক্তি এক কেন্দ্র হয়ে যায়।
ক্রমে তা এক সমাজে পরিণত হয় এবং আরও কিছুকাল পরে, তা সারা দেশের লক্ষ্য হয়ে যায়।

এবার ঐ প্রথম অবস্থার কেন্দ্র সহ অল্প কিছু লোক, সমাজের সব নীতি প্রণয়ন করতে থাকে আর সেসব নীতিই শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত wealth সংগ্রহ করতেই ব্যাস্ত হয়।
এদিকে বিপুল সাধারণ জনতা ঐ নীতি গ্রহণে ওদের ক্ষমতার চাপে পড়ে মানতে বাধ্য হয় এবং প্রবলভাবে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।
চরম desatisfied একসময় তারা হয়ে দাঁড়ায়।

যখন সারা দেশের এই অবস্থা হয়, তখন নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ চারটি মূল স্তম্ভ কে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি বা আদৌ হচ্ছেনা।

এবার এই অবস্থা কে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়াস কিন্তূ ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্তি বর্গের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা কোনোভাবেই power ছাড়তে রাজি থাকে না।

কিন্তূ সুখের বিষয় এই--ঐ কাঙ্খিত সময়কাল কোনো মতেই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এরই মাঝে socalled theologian দের আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ লোকজন কে জুজুর ভয় দেখাবার প্রয়োজনে আর শক্তি ও সম্পদ সুনিশ্চিত করার জন্য।

ঠিক এইসময়,অর্থাৎ যথাকালে অলক্ষ থেকে এক বিপরীত শক্তির উদয় হয় এবং তারও অবশ্যই একটি কেন্দ্রও থাকে।

এই কেন্দ্র তাই অবশ্যই একজন মনুষ্য দেহধারী।

তিনি আবার ঐ চারটি স্তম্ভ কে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হন এবং প্রচুর ক্লেশ তথা ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন।

তাকে দেখে এবং কথা শুনে,বেশ কিছু ব্যাক্তি ধীরে ধীরে তার পাশে জড় হয় এবং প্রচলিত অবস্থার পরিবর্তনে সামিল হন।

একসময় তা গিয়ে আঘাত করে প্রচলিত শক্তিকে এবং পরিবর্তনের সূচনা হলেও হতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ কে দেখুন-কি গভীর অনুসন্ধান তিনি চালিয়েছেন,যা এক্ষনে আলোচিত হচ্ছে।

যদি শক্তির অল্পতায় বা সঠিক পরিচালনার অভাবে... প্রয়াস যদি সফলতা অর্জন না করতে পারে তাহলে এই নতুন কেন্দ্রে জড় হওয়া মানুষজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর তারা থেমে না থেকে অন্য কোনো প্রণালী খুঁজতে শুরু করে দেয়।

আর এই খোঁজা শেষমেশ হয়ে দাঁড়ায় কোনো বিদেশী ভাবগ্রহণ।

ব্যাস,এই অবস্থা এলে অবশ্যই ঐ বিদেশী ভাব দেশের ওপর ব্যাবসাইক লক্ষ্যে মুখোশের আড়ালে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কারণ পূর্বের শক্তি ঐ বিদেশীদের আগমন দেখে কিছু সমীহ করাতে... কিছু কিছু খুব অল্পমাত্রার সম্পদ হাতছাড়া হয়ে সাধারণের কাছে পৌঁছোয়।
সামান্য পরিমাণে হলেও একটু আপাত স্থিতি বিরাজ করে, কিন্তূ ঐ বিদেশী ভাবকেন্দ্রিক শক্তি, এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে, কারণ তারা জানে অবস্থার বিপাকে পড়েই এই বিশাল জনগণ তাদের দ্বারস্থ আর তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেও আসেনি।

এই পুরো অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও অনুভব করার শক্তি নিয়ে আরও একবার এক কেন্দ্রীয় নব চরিত্রের উদয় হয়।

এবারের সংঘাতে ঐ পূর্বের পরিচালিকা ও বিদেশী শক্তি উভয়ই পরাভূত হয় এবং সমাজে ঐ চার স্তম্ভ পুনরায় যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করায়.. সমাজে তথা দেশে সুস্থির অবস্থা বিরাজ করে এবং সাধারণের মনে তৃপ্তির সঞ্চার হয়

মহেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, দুটো ওয়ার হয়েছে, কিন্তূ আরও দুটো বাকি আছে-যার মধ্যে একটা হল তাঁর ভাষায় Social War..
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৭

কেউ কি আমায় কিনবে...?

মহেন্দ্রনাথ মনের গভীর প্রদেশে ঢুকে,সব খবর সংগ্রহ করে, আমাদের সামনে খোলা বইয়ের পাতার মতন মেলে ধরেছেন।

ওনার মতন মানুষ থেকে শুরু করে পশুপক্ষী, গাছপালা, ধাতু অধাতু-এ সমস্ত কিছুর মনের খবর জানার মানুষ বিরল।

ওনার Devotion নামক বই=শ্রী শ্রী ঠাকুরের... ভক্তি অন্দর মহল পর্যন্ত যায়।

এটাই উনি উপমা ও প্রমাণ সহযোগে উপস্থিত করতে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন... সমস্ত সংশয় কাটিয়ে, বোধের চরম শিখরে পৌঁছিয়ে।

ঐ চারটি মূল স্তম্ভের চরিত্র চিত্রণে তাঁর কোনো জুড়ি নাই।

বলছেন,এক ব্যাক্তি যে কিনা বিদেশীও হতে পারে,কিছু কথা দেশী জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করল, আবার হয়ত এনে ফেললো কিছু তত্ত্ব সম্মন্ধে আলোচনাও।

কিছুক্ষণ শোনার পরই উসখুস করতে লাগলো জনসমষ্টি।
একসময় ধৈর্যর বাঁধ ভেঙে পড়লো... সোজাসুজি তাদের ভেতর থেকে জানতে চাইলো... তুমি কি আমাদের ভালোবাসো?

যদি অর্ধস্বচ্ছ উত্তর আসে.. সেই মুহূর্তেই জনগণের ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া।

আর যদি বক্তা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন.. হ্যাঁ,আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভালোবাসি আর তোমাদের কোনো অপরাধও যদি থাকে-ওসব নিয়ে আমি আদৌ মাথা ঘামাই না।

দেখা গেল, সত্যিই কারুর চোখে জল, কেউ বা আগন্তুকের সেবা কিছু দেবার জন্য উদগ্রীব... তারা ভাবে ভঙ্গিতে একটাই কথা বলতে চাইছে.. আমরা সবাই তোমার গোলাম।
তুমি যা বলবে তাই শুনবো আমরা।

মহেন্দ্রনাথ এবার শোনাচ্ছেন সেই গুপ্ত কথা... আসলে মানুষ wealth,মর্যাদা এসব কিচ্ছু চায় না,চায় পেতে নীরবছিন্ন ভালোবাসা শুধুমাত্র।

সে বলে, "ওগো কেউ কি আমায় কিনবে?
আমি ভালোবাসার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করতে রাজি আছি।"

পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ নতুন নীতি সংযোজিত করে.. নতুন সমাজের প্রয়োজন,সেই নেতার, যিনি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আর ঐ ভালোবাসাই তিনি দিতে চান সমস্ত জনগণকে, তার দেশবাসীকে।

মহেন্দ্রনাথের মতন মহাপুরুষের ভালোবাসা দেশ কালের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের প্রতিটি গহন প্রদেশেও গিয়ে পৌঁছোচ্ছে... এতে কোনো সন্দেহ নেই।

নুতন প্রেম-সংস্কারক তিনি... যে প্রেম মহেন্দ্র-আধার কে সর্বদা পূর্ণ করে রাখছে তা... করুণাঘন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মহাভাব থেকে উত্থিত... সতত প্রবাহমান নানান ধারায়.. এই ধারাগুলির এক বিশাল অংশের ধারক হলেন মহেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্র-ধারা নাম নিয়ে তা আজ প্লাবিত করছে জনমন হৃদয়!
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৮

দর্শীয়েছেন যে সবসময় বিদেশী শক্তি স্বইচ্ছাতেই অন্য দেশে প্রবেশ করে তা নয়, দেশের লোকই তাদের আওয়াহান জানায় আসার পাকে প্রকারন্তরে।

যখন দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী মারাত্মক মাত্রায় দেশীয় প্রভুদের দ্বারা শোষিত হতে থাকে আর ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রভুরা বা প্রতিদিন নতুন নতুন আখের গুছাবার নিয়মের প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকে,তখন নিজ নিজ আন্তরিক ও প্রকৃতিগত ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করতে ঐ জনসমষ্ঠী একান্ত বাধ্য হয়।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৮

দর্শীয়েছেন যে সবসময় বিদেশী শক্তি স্বইচ্ছাতেই অন্য দেশে প্রবেশ করে তা নয়, দেশের লোকই তাদের আওয়াহান জানায় আসার পাকে প্রকারন্তরে।

যখন দেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী মারাত্মক মাত্রায় দেশীয় প্রভুদের দ্বারা শোষিত হতে থাকে আর ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রভুরা বা প্রতিদিন নতুন নতুন আখের গুছাবার নিয়মের প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকে,তখন নিজ নিজ আন্তরিক ও প্রকৃতিগত ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করতে ঐ জনসমষ্ঠী একান্ত বাধ্য হয়।

আজ যদি বিশেষ কোনো তথাকথিত ধর্মগোষ্ঠীর বংশতালিকায় চোখ বোলাই, তাহলে তিন থেকে চার পুরুষ আগেও তাদের অন্য পরিচয় প্রাপ্ত হই।

অতএব সবাই বুঝতেই পারছেন আরাজগতাই বলুন আর অবক্ষয় যাই বলুন, তা বিপুলভাবে মাথাচারা দেওয়াতে আর ভোগলিপ্সা আত্মাধিক পরিমাণে এক শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত হওয়াই এর অন্যতম কারণ।

এবার আস্তে আস্তে ঐ বিপুল শোষিত শ্রেণীর ভেতর থেকে কেই একজন বা একের অধিকজন কিছুটা বেশী চেতনা সম্পন্ন হওয়ায়,ব্যাপার বুঝে গোপনে বা কখনো প্রকাশ্যে প্রতিবাদে মুখর হয় আর খইষ্ণু কিছু জনগণ তাতে যোগ দেয়।

প্রবল এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে তখনই তৎপর হয়ে ওঠে প্রভুরা আর এর ফলে যে সংঘাত হয় তাতে প্রচেষ্টা কোনো ছোট দেশ হলে-সফল হলেও হতে পারে,কিন্তূ বড় দেশের ক্ষেত্রে তা হয় না সাধারণত।

এদিকে ঐ বিদেশী ধর্ম আশ্রয় করে কিছু মানুষ টিকে থাকে আর অন্যলোকজনকেও উদ্‌বুদ্ধ করতে থাকে।

এই পর্যন্ত বক্তব্য তো বলবেন সবারই জানা।

কিন্‌তূ মহেন্দ্রনাথ স্বামীজী বা অন্য মহাপুরুষদের নতুন প্রয়োগনীতি এবং কার্য পদ্ধতির বিবরণ চমকপ্রদ।

ক্ষাত্র শক্তি জাগা, মাংস খেয়ে শক্তিশালী হ... এইসব বিধান-তাঁদের দুরদর্শীতার ফল।

তাঁরা প্রথমে দেশের সেবক, পরবর্তীতে বিশ্বের।

যখন আমাদের দেশে এই অবস্থা চলছিল, তখনই রামমোহন এর মতন ব্যাক্তির উদয়, অতএব ঐ ধারা সমাজ পরিশুদ্ধকরণের প্রক্রিয়ার প্রথম অবস্থা-এ স্বছন্দে বলা যায়।

সেদিনের রেভিরেন্ড কৃষ্ণমোহন পর্যন্ত অন্তরে প্রবল স্বদেশি ছিলেন,এ বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাইকেল কে দুই ভাই এর অতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের হেতু আছে।

বলছেন মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান সহায়ে... ঐ অবস্থায় প্রভুদের মন ত্বক আর মাংস এর মধ্যেই মানুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে,অর্থাৎ কেবলমাত্র স্থূল স্নায়ুর ক্ষেত্রতেই বিচরণ এর প্রয়াস, কিছুতেই অন্য লক্ষ্যে মন ধাবিত হয় না, ফলত পশু প্রবৃত্তি অত্যাধিক মাত্রায় সমাজে বিরাজ করে আর সমাজ আসলে বনাঞ্চলে পরিণত হয়।

এই থেকেই ধীরে ধীরে বিশ্বজুড়ে কালো,সাদা, খইরি, বাদামি চামড়ার ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস ঘটতে থাকে।

বিদেশী শক্তি ক্রমশ বুঝতে পারে বড় দেশের নিজেদের ভেতর যে অন্তরদ্বন্ধ রয়েছে তার কথা, কারণ ছোট ছোট গোষ্ঠী থেকে এক আধজন চিন্তাশীল মানুষ বেরিয়ে প্রভুদের যারা বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে.. তাদের ঠেকাতে পারে না, কিন্‌তূ উদ্দেশ্য যে প্রত্যেক শোষিত জনগোষ্ঠীর একদম এক.. এই বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হয়।

এরপর কিছুদিন অপেক্ষা আর মিলন ঘটে চিন্তার অন্দরে -গোপনে যাতায়াত শুরু হয়, চলে বার্তা বিনিময়।
একসময় মহাপ্রতিবাদ তরঙ্গ উত্থিত হয়ে ভাসিয়ে দেয়, কিন্‌তূ তবুও পূর্ণসুফল মেলে না,মেলেনা অন্তরের স্বাধীনতা।
নতুন প্রভুর সৃষ্টি হয় আর ভাগ বাটোয়ারাতে দেশের বিভাগ ঘটেএর উদাহরণ আমাদের দেশ ছাড়লেও, ইউরোপ এর অনেক দেশে ঘটেছে।
ঘটেছে অন্যত্রও।

দ্বিতীয় স্তরের স্বাধীনতা.. মনের স্বাধীনতা অর্জন, যা কালে মানুষ কে যথার্থ মানুষের মর্যাদা প্রদানে সক্ষম।

মহেন্দ্রনাথ সেই ডাক দিচ্ছেন।

আর স্বামীজী বলছেন.. জগৎ পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অপেক্ষায় আছে..
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#১৯

তুলনামূলক বিশ্বেসনে মহেন্দ্রনাথের তুলনা নেই।

সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করলেন সীমানাক্ষেত্র Philosophy আর Ethics এর।

আগেই individual বলতে কি বোঝায় তা আলোচিত,এবার আরও পরিষ্কার করে বলছেন প্রত্যেক ব্যাক্তিই সেই চরমস্বত্তা বা Ego র প্রকাশ মাধ্যম, তার যেকোনো এক্টিভিটিই সেই চরম সত্তা থেকেই,নানা পথ দিয়ে স্থূল অবস্থায় এসে বিকশিত হচ্ছে মাত্র।

এই পর্যায়কে উনি modified form of এনার্জি বলছেন,তার মানে এটা যেন কখনোই আমরা মনে না করি যে,ঐ শক্তি স্থূলভূমি থেকেই উত্থিত।

পথ পেরিয়ে আসার সময় সে কারণ,সূক্ষ সব অবস্থাই যেহেতু পেরিয়ে আসে,তাই স্থূলভূমিতে এসেও সমস্ত কাজের ভেতর চরম সত্তার অস্তিত্ব থেকেই যায় আর সেই অর্থে প্রতিজনই স্বরূপিত ব্রম্ভ!যখনই কার্য শব্দ প্রযোজ্য হচ্ছে এবং সে ব্যাক্তির পথ পেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ আসছে তখনই তার ভেতর এক সঞ্চয়াগারের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বা তার অভিজ্ঞতার..
এটিকেই চিহ্নিত করছেন Divinity বলে!

শুধুমাত্র স্থূলস্নায়ুগুলি অধিক মাত্রায় বিকাশলাভ করাতে আর সক্রিয় হয়ে ওঠাতে সে আপাত দৃষ্টিতে অনেকসময় কিছু গর্হিত কর্ম করে ফেলে এইমাত্র।

এবার ঐ পূর্বে উল্লেখিত বিভাগ কে সুস্পষ্ট করছেন.. বলছেন-ঐ যে সূক্ষস্নায়ুর পথ পেরিয়ে যে ব্যাক্তি এই স্থূল অবস্থায় এসে পৌঁছোল-সেই পথের ঐ সূক্ষ অংশটি অবস্থান করছে ব্যাক্তির mental ক্ষেত্রে আর ওটির নামই হয়ে দাঁড়িয়েছে Philosophy।

যে ভূমিতে এসে ঐ energy স্থূল নানান কার্য সম্পাদন করছে আর যেগুলিকে কেন্দ্র বা বেষ্ঠিত বা ভিত্তি করে সমাজ গড়ে উঠেছে... এই পর্যায়ের নাম ওনার Ethics।

কি অসাধারণ বিভাগ প্রযুক্তির ব্যবহারই না উনি ঘটালেন।

আগেই বর্ণিত হয়েছে ওনার সেই self presevation,self procreation ও self possession তত্ত্বগুলি।

এবার আরও আশ্চর্য বর্ণনা প্রদান করছেন।

মানুষ মাত্রই দেহধারী আর তার প্রথম চেষ্টা-সেই দেহটিকে রক্ষা করার আর এর জন্য প্রয়োজন প্রথমত চাই খাদ্য।
সর্বদাই সে তাই ঐ রসদ জোটাতে তৎপর থাকেই।
এটাই self preservation.

এই খাদ্য অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চিত হতে থাকলে,সে তা সঞ্চয় করে রাখতে সচেষ্ট হয়।
মহেন্দ্রনাথ এখানে এসে বলছেন.. মানুষের যে Wealth আর Property ইত্যাদির সংগ্রহের ওপর আগ্রহ, তার সূত্রপাত এই ক্ষণ থেকেই হয় আর এরই নাম তিনি দিয়েছেন self possesion.

আরও পরিষ্কার ভাষায় ব্যাক্ত করছেন... খাদ্যই wealth এ converted হয় আর এই থেকেই অর্থের প্রচলন এবং property তথা land ইত্যাদি নিজ অধিকারে রাখার চেষ্টা।

এই দুই প্রধান পর্যায়ের ভেতর সময় বলে যে অংশটি থাকে,অর্থাৎ সংগ্রহ ক্রিয়া চলতে থাকে-সেটাই self procreation.

এখানেই শেষ করেন নি উনি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছিয়েছেন।

এবার যে চিন্তার উদয় মানব মনে হয়,তা হল নিজের অস্তিত্বর স্বাক্ষর কে প্রলম্বিত করা,কারণ সে জানে দেহর সময়কাল সীমিত।

অতএব এক্ষনে সব অর্জিত সম্পদ ও ভাব কে কিকরে সে রক্ষা করবে এবং কে সেই সব সম্পদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে।

বংশবিস্তার to আছেই প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, মহেন্দ্রনাথ অন্তজর প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ ও বন্ধন এর কথা অন্যত্র আলোচনা করেছেন।

এছাড়াও adopted chield,deciple এবং অন্যকোনো মাধ্যম কেও স্থান দিয়েছেন।

যে প্রধান উদ্দেশ্য এর পশ্চাতে উপস্থিত থাকে.. তা হল সে তার কীর্তি শুধু নয়, নিজের অস্তিত্ব সর্বকালে বজায় রাখতে চায়।

এটি আসে সেই চরম ego,soul বা আত্মা বা ব্রহ্মভাব থেকেই.. কারণ স্বরূপত তো সে সেটাই!

কিন্তূ যথার্থ অমরত্ব যা.. সেটি লাভের প্রচেষ্টা অন্যভাবে সাধিত হয়।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২০

প্রভুত সমালোচনা করেছেন পরবর্তী পর্যায়ে আর পথও বলে দিয়েছেন আগামীর সমাজ কাঠামোর।

সম্পূর্ণ নতুন এক সমাজ যার কেন্দ্র হবে divinity আর প্রতিশোধ নয়, সংশোধন এই হবে নীতি।

আজকে যাদের আমরা খুব civilised বলে থাকি, দেখা যায় cruelty abong revengefulness তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী আর সমাজ পরিচালনা তথা দেশ পরিচালনা নীতির অত্যাধিক আধিক্যও ঐসব দেশে।

যথার্থ arian civilisation আর নীতি একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির, যেখানে মানুষকে divinity র আধার স্বরূপ ধরা হয়।

দুরদর্শীতার ও সঠিক দর্শনলাভের অভাব বশত বিভিন্ন দেশে এখনো মানুষ পাপ নিয়ে জন্মায়,সে বর্ন সিনার ইত্যাদি বলা হয় এবং good god,bad god এই সব ধারণাও যথেষ্ট মাত্রায় সক্রিয়।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন, মানুষের দুর্বলতা আসে স্থূল স্নায়ুর অত্যাধিক প্রকাশ থেকে,তাই সে গহ্নত কর্ম করে,কিন্তূ উপযুক্ত পরিবেশে এবং শিক্ষার গুণে নিশ্চিতভাবে সে এমনকি একজন সাধু হয়ে যাবার সব সম্ভাবনা নিয়েই থাকে।

তাই নতুন সমাজের নতুন নীতিগুলি অবশ্যই সরল হতেই হবে,আর তার সুফল মিলবে জনগণের কর্মের মাধ্যমেই... তারা অসাধারণ সব কাজ করে দেখাবে।
ইতিহাস বলবে অমুক শুভদিনে এই মানুজনেরা এই অদ্ভুত ও অপূর্ব কাজগুলি সম্পাদিত করেছিলেন।

নিজেদের বিলাসিতা চরিতার্থ করার জন্য নানান নতুন নতুন পন্থা নির্ধারণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আর কোনো স্থান পেতে সক্ষম হবেনা।

এই মানুষ জাগাবার ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার মূল মন্ত্র.. ভালোবাসা কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে, মানুষ কে যথাযত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে.. আগামী এশিয়া গড়ার ডাক দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ।

মনে করাচ্ছেন.. যে সমাজ punishment দিতে সদা তৎপর আর যে দোষের ভিত্তিতে এবং পরবর্তীতে যা imprisonment পর্যন্ত যায়... সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোনো মানুষই নেই, যে কিনা দোষহীন!

অতএব সমস্ত সমাজ ব্যাবস্থার মূল ধরে তিনি টান দিয়েছেন আর তুলে ধরেছেন তাঁর আসামান্য স্নায়ুতত্ত্ব,যা প্রমাণ স্বরূপ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কার্য-কারণ সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করে।

তাই মহেন্দ্র চর্চায়-স্নায়ু চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২১

ভালোবাসা পিতৃভুমিকে আর রক্ষা করা পৈতৃক আবাস-এই দিয়ে মহেন্দ্রনাথের patriotism শুরু।

এতে যে individual এর কথা আগে শুনিয়েছেন-তা বিকাশলাভ করে।
বলেছেন-আঘাতে শক্তি বাড়ে... পরিপ্রেক্ষিতে ব্রম্ভভাব জাগ্রত হয়,সুপ্তস্নায়ুসকল উন্মুক্ত হয়, ভেতর থেকে প্রেরণা আসে... কালে চির আনন্দের ভূমিতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ ও ঘটে, তবে সেইসঙ্গে অনন্তের সঙ্গে বসবাস বা অনন্তে বসবাস কিন্তূ নিজের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে নয়.. আর এখানেই মহত্বের সঠিক ঠিকানা।
ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল বিশ্বের অগণিত মানুষ এবং সমস্ত প্রকৃতি।

প্রথমের সেই self posession ই কালে পুরো জাতীব দেশের posession রূপে অন্তরে স্থান নেয়, অর্থাৎ একই হৃদয় বিকশিত হওয়া বলে।

এতে আনন্দের আস্বাদন বেড়ে যায় বহুগুণে.. কোনো সন্দেহ নেই, কাজও জোটে, যেহেতু অনন্তকাল ধরেই থাকতে হবে ব্যাক্তিস্বত্তা বিসর্জন না দিয়ে, তাই এই কর্ম প্রয়াস।

বাধসাধে প্রচলিত কখনো কখনো পুতিগন্ধময় ধার্মিক, অর্থাৎ,স্বার্থযুক্ত কিছু মানুষের একটি মাধ্যম ব্যবহার করে.. বাকিদের বঞ্চিত করার কুপ্রচেষ্টা।

এটিকেই সমূলে পরিত্যাগ করতে বলেছেন মহেন্দ্রনাথ।

দেশপ্রেমিক হওয়া নিজের প্রয়োজনে ও নিজের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনেই.. কোনো চাপে পড়ে নয়,সংগ্রাম না থাকলে... জীবন বলে কিছুই থাকেনা!

নিষ্ক্রিয় ব্রম্ভে জীবনের প্রকাশ নেই।

অতএব সজাগ অর্থাৎ জাগ্রত থাকার আওয়াহান... হ্যাঁ,এ যুগের মতনই করে,এই আধুনিক অবস্থার মধ্যে থেকেই-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে।

যাদের চোখ কে জোর করে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি আর বিলাসিতার জন্য, তা ক্ষণস্থায়ী.. যারা রেখেছে-এতে তাদেরও কোনো আখেরে লাভ হচ্ছেনা।

শ্রমের মর্যাদা দিলে, তবেই ভ্রম কাটে.. এই নব নীতি প্রণয়ন করতে হবে,তবে জাতীয় ভাব বা প্রকৃতিকে অক্ষুন্ন রেখে।

নিজেদের দেশের ভাবও অন্য দেশের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিলে, কালে বিফলতা আসে।
কারণ সেইসব দেশের মানুষের মানসিক গঠন ও প্রকৃতিগত চরিত্র আলাদা।

আমরা যারা এক ভাবের সঙ্গী-তাদের বিস্তার ঘটাতে হবে আর যাদের শক্তিতে প্রধানত আমরা সচল.. সেই Toilers ও Women কে যথাযোগ্য পূজা দিয়েই কার্যের বিস্তার ঘটাতে, নব নব উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ ঘটাতে বলছেন পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ।

তবেই নতুন শিল্পের প্রসার হবে, সমাজে শান্তি বিরাজ করবে..
[12:27 PM, 1/2/2025] Sanchita Chatterjee: মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২২

বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন একই কথা নানানভাবে যাতে তা আমাদের মনে গেঁথে যায়।

Passive idea is death and Self Assertion is Life.

এই self assertion বন্ধ করে দেবার প্রচন্ড চেষ্টা হয় বিশেষত যখন কোনো দেশ পতনের দিকে যায়। উপরে হয়ত অনেক পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে,আমরা বর্তমান কালের মতন ভালো অবস্থায় কোনোদিন ছিলাম না,অতএব আমরা চূড়ান্তভাবে সফল।
এ সফলতা মেকী সফলতা, সমাজের ভেতর প্রবল দুর্নীতির বাসা বাঁধাতে-উদ্ভাবনী শক্তি তলিয়ে গেছে।
যে প্রধান চার স্তম্ভ,সমাজের মূল ভিত্তি,সেগুলিও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।
যথার্থ জ্ঞানী ও পারদর্শীলোকের কোনো গুরুত্ব নেই সমাজে... মহেন্দ্রনাথ এই জায়গা থেকে কাজ শুরুর ডাক দিচ্ছেন।

যাদের অভাগা ভাবা হচ্ছে... তাদের সঙ্গে আমাদের মিশতে বলছেন এর ঐ বিপুল জনরাশির ভেতর সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা ঢুকিয়ে দিতে বলছেন যার ফল দেখবে অচিরে দেশ।
একই তিনি বলছেন patriotism আর এই মানবসম্পদের উজ্জীবন ও স্বপ্ন কে বাস্তবায়িত করার প্রণালীকেই বলছেন National Wealth.

এরই মাঝে বিদেশী ভাষা গ্রহণ শুধুই ব্যাবসায়িক আদান প্রদানের জন্য, মোটেই তা আমাদের মনের কথার বাহন হতে পারে না।
Intellect এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বোঝাছেন... পুরোনো সমাজে নতুনভাবের প্রচলন-যন্ত্র,যার কেন্দ্রে নতুন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,শিল্পী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অবশ্যই কৃষক,মজদুর এরা সবাই।

নতুন সমাজের চোখে সবাই একেবারে এক মর্যাদার-কোনো ভেদাভেদ নেই।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৩

Ideas govern the Nation.
এই ideas কে ভিত্তি করেই ওনার সমাজ দর্শন বিশ্লেসন ও পরিকল্পনা।

Toiler দের শ্রম এবং অর্থে,একটি বিশেষ শ্রেণীর যে শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দের আয়োজন যা কালে সমাজের যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিপুল বাধা-এটিকে সরিয়ে নতুন ন্যায়, নীতি, ভালোবাসার ভিত্তিতেই তাঁর রচনা.. যে রচনা রচিত করবে টয়লাররা।

এদের ভেতর যে ধৈর্য ও শক্তি সঞ্চিত রয়েছে, তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে চান তিনি।

যখন সমাজের পতন ও পচন শুরু হয়, তখন নানান যুক্তি তর্কের খুব আধিক্য হয়,কিন্তূ এগুলির ভেতর কোনো sprit থাকে না, পোক্ষান্তরে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মস্তিস্ক, তথা স্নায়ু থেকে যেসব চিন্তার উদয় হয়, তা প্রভুত শক্তিশালী হয়ে থাকে, কিন্তূ সমাজের বা দেশের পরিচালনা পদ্ধতি সেই সব ভাবকে গ্রহণ করতে নারাজ হয় আর ভেতরে ভেতরে সে যে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে-এটাও বুঝতে পারেনা।

এই প্রতিফলন সর্বত্র কোন এক কালে প্রতীয়মাণ।

তারা ধরেই নেয় যে born slaves দের দিয়ে যা খুশি তাই করানো যায় আর কোনো দেশের এই অবস্থা হলেই বিদেশী শক্তি উল্লসিত হয়-বাজার দখল করার জন্য, কারণ ঐ কালে দেশীয় সম্পদ ও মেধার কোনো প্রচলন প্রায় না থাকায়, অজস্র বিদেশি পণ্যে দেশ ছেয়ে যায় আর মদত ও এসে জোটে।

মহেন্দ্রনাথ তাই কীভাবে ও কোন পথে এই বিশাল toiler গোষ্ঠী তাদের চিন্তার প্রভুত প্রসার ঘটাতে পারে,তার জন্য নিজে বহুবিধ চিন্তা করেই রেখেছেন আর সেইসব শক্তিশালী চিন্তাসমূহকে শুধু ব্যাখ্যা ও উপযোগী করে যথার্থ স্থানে পৌঁছে দেবার ডাক দিয়েছেন।

এটাই তাঁর Nation গঠন ও National Wealth এর সদব্যবহার এর মূলমন্ত্র।

এই মন্ত্রই জপ করতে বলছেন আমাদের নানাভাবে,নানারূপে মানুষ নারায়ণের পূজার প্রয়োজনে।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৪

ধর্মের ক্ষেত্রে যে patriotism এর কথা বলেছেন,তা আমাদের প্রচলিত চিন্তা থেকে একটু অন্যরকম।

এটিকে তিনি বলছে যে, death poison যদি সেটা গুটিকয়েক স্বার্থপর লোকের হাতে যায় বা জাতির মাথার ওপরে তাকে স্থান দেওয়া হয়।
তাই শুনিয়ে রেখেছেন.. ধর্মের উর্দ্ধে জাতি।

এই জাতি নানান শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও, সুযোগ সুবিধার দিক থেকে সবার সমান প্রাপ্যর ভিত্তিতেই রচনা করতে হবে... ধীরে ধীরে হোক, কিন্তূ নিশ্চিতরূপে।

দেখা যায় nনিজেদের জীবনের বিনিময়ে বা দেশকে রক্ষা করতে toiler শ্রেণীর নানান মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন,তার যোগ্য মর্যাদা তারা প্রাপ্ত হন না।
দেশ যেন এক বিশেষ শ্রেণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং অচিরেই সেই দেশ দূরদশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

অতএব দুটি ধর্মের নিশানা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ১)প্রচলিত ধর্ম ar২)নতুন ধর্ম, যা পুরোপুরি মানবকেন্দ্রিক।

কালে দেখা যাবে এই নতুন ধর্ম অবলম্বনে-অনেক দ্রুত কোনো ব্যাক্তি এবং সমস্ত সমাজ ও জাতীয়-দেহ অতি শক্তিশালী হয়ে উঠছে,আসল সত্য কি তা অতি সহজেই জানতে পারছে আর আনন্দময় হয়ে উঠছে সবাই... একত্রতার ভিত্তি হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

যারা লিডার নির্বাচন করবেন এবং যেভাবে করবেন,তারও বিধান দিয়েছেন মহেন্দ্রনাথ।
এক্ষেত্রে যাদের স্যাক্রিফাইস সবচেয়ে বেশী বলে অলরেডি সমাজে দেখা গিয়েছে এবং ঐ toiler শ্রেণীর ভেতর থেকে... তারাই নেবে এই দায়িত্ব।

তথাকথিত ধর্ম যখন কল্পিত আশ্বাসের ভিত্তিতে দেশকে পরিচালিত করে,তার ফল হয় মারাত্মক।

তাই উনি কোনো শ্রেণী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে না গিয়ে ওনার পূর্বের ৪ টি মূল স্তম্ভকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রথিত করার কথা বারবার মনে করাচ্ছেন।

এতে কার্য সিদ্ধি সবার হবে,কিন্তূ কোনো লোক ক্ষয় বা ক্ষতির আশংকা নেই।

আজকের অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরাও বলছেন... যে major সমস্ত প্রকার World Problem এর মূল হল Dualistic দর্শন, যা সবসময় এক বিপক্ষের জন্ম দেয় আর হানাহানি ও দুর্নীতি কালে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাতীয় দেহে এবং এখন বিশ্ব-দেহেও প্রবেশ করে আমাদের শান্তি ও সুস্থিতি সমস্ত বিঘ্নিত করেছে এবং করছে প্রবলভাবে,আর তাই তারা তাকিয়ে রয়েছে সিঙ্গুলারিটি ভিত্তিক ব্যাবস্থার দিকে।

ভারত এই ব্যাপারে অতি অবশ্যই নেতৃত্ব, যা আক্ষরিক অর্থে.. শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ভাবকে আশ্রয় করে-জীবনের যথার্থ লক্ষ্য কি,তা জনগণের মধ্যে বিপুলভাবে প্রচার করে,সারা বিশ্বে নতুন অতি শক্তিশালী ভাবধারা বইয়ে দিতে পূর্ণভাবে সক্ষম।

পূজনীয় স্বামীজী ও মহেন্দ্রনাথের নানান কার্যকরী আধুনিক পথ এক্ষেত্রে জনচেতনায় এখন ও আগামীতে তো বটেই এক মহা জোয়ার আনবে।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৫

আশ্রয়দাতা মহেন্দ্রনাথ.

আজকে একেবারে এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে প্রমাণ করার প্রয়াস থাকবে-পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ যদি একবার কোন ব্যাক্তিকে আশ্রয় ও তাঁর পূণ্য সাহচর্য দান করেন, তাহলে তা ইহকালে বা পরকালে কোনোমতেই ছিন্ন হবার নয়।

এই আশ্রয়ের ভেতর শুধু সেই ব্যাক্তিই বসবাস করেন না,করেন তাঁর পুরো পরিবার!

এ একেবারে নিশ্চিত বলে,এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছি এবং এই বিজ্ঞানটি মহেন্দ্র সমাজ দর্শনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

ধরা যাক(যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য),এক অতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যাক্তির আগমন(পরমেশ্বরের ইচ্ছায়-এ উক্তির প্রমাণ ও কালে প্রদত্ত করার ইচ্ছা রইলো)পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের কাছে দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর আগে।
এর ভেতর ৩৫ বছরের বেশ কিছু সময় কেটেছে পূর্ববঙ্গে আর পরবর্তী অংশ অধুনা পশ্চিমবঙ্গে।
অজস্র পতন ও কিছু উত্থান দেখার স্বাক্ষী-এই ব্যাক্তি।
যে পতন ও উত্থান এর কথা বলা হল,তা সম্পূর্ণ ব্যাবহারিক বা জাগতিক অর্থে।

এই প্রচন্ড পতনের পর্বগুলিতে ঐ ব্যাক্তির মহেন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ,ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পরিমাণ বিন্দুমাত্র না কমে বহু বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়ে, তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়-এতো এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার!

মহাপুরুষ মহেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে পৌঁছিয়েছেন... এরপর আবার সাংসারিক পতন কিভাবে হতে পারে?
এ পরাজয় তো স্বয়ং মহেন্দ্রনাথের পরাজয়..

তবু কি করে শ্রদ্ধা স্থির রাখছেন ঐ ব্যাক্তি আর তাঁর লেখনী বা বাক একবারের জন্যও মহেন্দ্রনাথ কে দায়ী করে নি তো বটেই, উপরন্তু বরাবর সমস্ত পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছেন মহেন্দ্র দীপিকা সর্ব শক্তি ও প্রাণ দিয়ে।
কি এ রহস্য?
এ এক অতি অতি সজীব ও শক্তিশালী সমাজ গড়ার যন্ত্রাদি নির্মাণ প্রণালী।

উনি তখন আর সাধারণ ব্যাক্তি নেই-পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন এক নতুন-সমাজ-যন্ত্রে,যে যন্ত্রের কেন্দ্রে তিনি আর পরিধিতে পুরো পরিবার।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার... এই অতি শক্তিশালী সমাজ যন্ত্রটি কিভাবে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে,সেই উদ্যেশ্বে,ঐ ব্যাক্তি-যন্ত্র এক অসাধারণ লেখনী সহায়, যা আনুমানিক ৫২১ পৃষ্ঠার এক মহা মূল্যবান বিবরণী রেখে দিয়েও গেছেন।

আজ প্রায় দীর্ঘ ৬৪ বছর পরে তা কিছু কিছু করে প্রকাশের অপেক্ষায়।

এক অতি উচ্চ ও সভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তিনি, কালচক্রে ভাগ্যের লিখনে একসময় তাঁর কলকাতায় আসা এবং মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দৈব ইচ্ছায় পরিচয় ১৯১১ সালে।
তিনি কার্যত অসহায় এক সদ্য যুবক মাত্র আর এযাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন মহেন্দ্র অনুগামীর তালিকায় ১ নম্বরে রয়েছেন,যদিও একমাত্র গ্রুপ ছবি থেকে মাননীয় চিরঞ্জীব বলিয়ার মহাশয় কে কিছুটা বেশী বয়স্ক বলে মনে হয়,কিন্তূ ওনার ব্যাপারে পুরো তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় আপাতত ওনাকে এই আলোচনার মধ্যে না আনতে পারার জন্য দুঃখিত রইলাম।
তবে মহেন্দ্রনাথের বাংলায় বই লেখা শুরু করার প্রধান উদ্ভোধকের কাজটি নিঃশব্দে করেছেন তিনিই আর অসাধারণ এক মহেন্দ্র সেবক ও ছিলেন।

আবার ফিরে আসছি ঐ নতুন সমাজ নির্মাণ যন্ত্রটির কথায়।

দেহাবসানের খুব অল্প সময় আগে তিনি তাঁর লেখনী প্রসূত এখনো অজানা নানা বিষয় সমৃদ্ধ এক মহেন্দ্র জীবনী ও ভাব কেন্দ্রিক রচনাবলি সমাপ্ত করেন।

মহেন্দ্রনাথের দেহাবসানের সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই উনিও দেহত্যাগ করেন।

উনি মহেন্দ্রনাথের অদর্শনে অত্যন্ত চঞ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হন..
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৬

মহাপূজ্য মহেন্দ্রনাথের মহান সমাজ গঠন প্রক্রিয়া আশ্চর্যজনক!

আমরা এ যাবৎ তাঁর স্নায়ু-প্রসূত নানান বিষয়ের বই দেখে বিস্ময় বোধ করেছি,কিন্তূ এবার মনে হয়,তাঁর নানান ধরণের মানুষ গঠনের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাতে পারি।

তাঁর অনুগামীরাই সেই নানান ধরণের ভাবযুক্ত মানুষ,যাঁদের তিনি সজ্জিত করেছেন বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁদের অন্তরে।

এই ভাব প্রতিস্থাপন প্রণালীতে তারাও হয়ে উঠেছেন.. এক একটি মহিরুহ!

এর ভেতর যেমন রয়েছেন অসাধারণ মাত্রার সমাজ সংস্কারক,ঠিক তেমনি রয়েছেন শিল্পী, সাহিত্যিক,বৈজ্ঞানিক, সাধক,এমনকি গায়ক।

যেহেতু এই পর্ব প্রধানত সমাজ দর্শন নিয়ে,তাই আমাদের কেন্দ্রীয় আলোচনা এটিরই অনুসরণ করবে।

যে ব্যাক্তির জীবন প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে,সেই ব্যাক্তির সমাজ চিন্তা(যা মহেন্দ্র অনুসারী-বলাই বাহুল্য),তিনি এই বঙ্গে তো বটেই এমনকি উত্তর পূর্ব ভারতে এক বিশাল জন জাগরণের জোয়ার এনেছিলেন এবং বহু বহু মানুষকে নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন,এ কথা আমাদের কাছে ছিল অজানা।
শুধু তাই নয় সম্পূর্ণ অগোচরে এই কাজ সংগঠিত হয়েছিল এবং মহেন্দ্রনাথ ও এই ব্যাপারে আশা করি পূর্ণভাবে কাজের ফলাফল সম্মন্ধে অবহিত ছিলেন এবং সমর্থন ছিল অবশ্যই।

ঐ ব্যাক্তি নিজ পরিবারের মধ্যে প্রথমে এই পরিবর্তন আনার প্রয়াস করেন এবং তাতে সম্পূর্ণভাবে সফল যে হন,তার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাচ্ছে।

এরপর তাঁর কোলকাতা থেকে বেশ দূরের এক মিশ্র সংস্কৃতি তথা বিশেষত ভাষাভাষীদের মধ্যে,তিনি জাগরণের বীজ বপন করতে এবং পরে সেই অঙ্কুরিত অবস্থা থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অশেষ যত্নে গড়ে তুলেছেন,সেইসব স্থানের বসবাসীকে আর এতেও তিনি সফলতা অর্জন করেন।

তাঁর নিজস্ব এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে যে প্রবল সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নি তো বটেই এবং সমস্তটাই মহেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা,নির্দেশ এবং আশীর্বাদ হিসেবেই তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্মরণ করেছেন।

তাঁর এই সংগ্রামের অধ্যায় কোনো ভাবেই বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বহির্ভূত নয়।

এই জাতীয় সংগ্রামের সময়কাল আনুমানিক ১৯৩৭/'৩৮ সালে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছোয় এবং এক্ষেত্রে ও তিনি ব্রিটিশদের বিপক্ষে,অর্থাৎ নির্লজ্জ শোষণের বিরোধিতা করে উত্তর-পূর্ব ভারতে এক নজির সৃষ্টি করে গিয়েছেন।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৭

সমাজ গঠন সম্মন্ধে ওনার মত,এই প্রক্রিয়া ইতিহাসের ভিত্তিতে এবং মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে বহু বহু পুরোনো এক পদ্ধতি বিশেষ।
কোনো দেশের বিশেষ করে এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বের নিরিখে-বর্তমান সময়ে যা চলছে,সেটাকে অব্যশই ধ্রুবক বলে মেনে নেওয়া হয়,কিন্তূ কীসের ভিত্তিতে?
প্রাচীনত্বের ভিত্তিতে।
যতই আধুনিক আখ্যা দেওয়া হোক না কেন, এতে প্রাচীনতার প্রলেপ থাকবেই আর এই থেকেই নানান নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব আর খেসারত দিয়ে থাকে সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ।

অতএব এই পর্যায়ে আমূল পরিবর্তননের নির্দেশ মহেন্দ্রনাথের।

ঐ যে প্রাচীন কিছু প্রথার অঙ্গীকরণ,এটা পুরোপুরি সাধারণ বৃহত্তর জগোষ্ঠী কে কৌশলে প্রতারিত করার একটি প্রধান অস্ত্র।

সমাজের নিয়মনীতি যত প্রাচীন,সেই সমাজে ততোই নানান গোষ্ঠীর উদয়,কারণ এইসব গোষ্ঠী সমাজ বা দেশের যথার্থ উন্নতির কথা ভুলে সর্বদাই নিজেদের মনোপলি বজায় রাখতে তৎপর থাকে,যেন এটি তাদের জন্মগত অধিকার।
স্বাভাবিকভাবেই দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়।

নতুন সমাজ ব্যবস্থায় এর যেন চিহ্ন না থাকে, তার মানে কিন্তূ এটা মোটেই নিয়ে যে, দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি কে বিসর্জন দিতে হবে।

এর সঙ্গে সংযোজিত করেছেন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,যা হল, কথায় কথায় পুরোনো নানান প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তির উদাহরণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।
সোজা কথায় ওনারা এতো বড় ছিলেন,আমরা তখন এতো উচ্চ অবস্থায় ছিলাম,আমাদের মতন কে এরকম সব ব্যাপার বন্ধ করতে হবে... এ শুধুমাত্র অলসতা আর উপার্জনের ফিকির মাত্র।
এতে দেশ দিনের পরে দিন তলাতে থাকে।

নতুন ব্যাবস্থার ভিত্তি হবে নতুন উদ্ভাবকের দল, তারাই সামনের সারিতে থাকবেন আর তারা হবেন দৃঢ়চেতা,উদ্যমে ভরপুর এবং সিংহসম।

বলছেন কাঁদার সময় নেই, এখন গঠনের সময়।

উনি বলছেন, ওনার কাছে মানুষের উন্নতির বা যোগ্যতার মাপকাঠি হল... কত তেজি idea পাওয়া যাচ্ছে তার ওপর।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বহু দেশের ভৌগোলিক মানচিত্র বদলায় প্রকৃতিগত ও অন্যান্য কারণে এবং দেশের বিভাজন ও কোনো ভাবে হয়ে যায়, তখন কিন্তূ অপেক্ষাকৃত বড় দেশটির তো বটেই, এমনকি যারা ছোট সীমানায় চলে এলো, অতি অবশ্যই তাদের নিজ নিজ দেশের উন্নতির ওপর সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।
এর ফলে ভবিষ্যৎ এ ভালো কাজের ভিত্তিতে দেশের ভৌগলিক চিত্র বদলিয়ে... প্রসারণের চিহ্ন বহন করবে।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৮

আজকের সমাজ ব্যাবস্থার প্রেক্ষাপটে বহুদিন আগেই রচিত ওনার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বহুলাংশে মিল লক্ষ্য করা যায়,বিশেষত সমস্যা সৃষ্টির কারণগুলোর পটভূমিকায়।

Toilerরা ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দেয় উপরনতু প্রভুত শ্রম দানও করে,কিন্তূ privileged ক্লাস কি তাদের সেই অনুসারে সমাজে পারিশ্রমিক ও মর্যাদা প্রদান করে।
আর এক্ষেত্রে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে,এই toilerরাই দেশের সবচেয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী।

তিনি মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার,তাদের বংশধর ও নতুন কিছু আগ্রাসী মনোভাবের ব্যাক্তি-যারা জোর করে বা কৌশলে নেতৃত্বের আসনে বসে থাকেন, তারা সর্বদাই যে নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই দেখবেন না,এতো চিরকালীন নীতি।

এই নীতির জায়গায়,ওনার ঐ মুখ্য চার নীতিকে অবশ্যই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার কথা আবার স্মরণ করাচ্ছেন।

Society অর্থে শুধুমাত্র কিছু লোকের একত্রে থাকাই বোঝায় না-একদম এক লক্ষ্য ও এক উদ্দেশ্যই সেখানে প্রধান বিষয়।

এখানে যদি ঐ চার নীতির প্রয়োগের ব্যাঘাত ঘটে,তাহলে শোষণ শুরু হয়ে যায় আর দুই অংশে সমাজ বিভাজিত হয় এবং শক্তি আহরণে সক্ষম হয় না,উপরনতু সর্বদাই অবলম্বন খুঁজতে থাকে।
কোনো দেশের ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশ কে প্রধান অবলম্বন ভাবা অতি দুশনীয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলছেন-
এক যুদ্ধক্ষেত্রে দুই শিবিরের সৈন্যরা সব জমা হয়,যারা একে অপরকে মারবার জন্য বা destruction এর জন্য প্রস্তুত... এই লোকসমাগম কে কি Society বলা হবে?

তথাকথিত একটা দেশের মধ্যেও যখন জনগোষ্ঠীর ভেতর এই অবস্থা সৃষ্টি হয়,তখনি পতন আরাম্ভ হয়,ওপরে অগ্রগতির যতই মোড়ক চাপানো হোক না কেন।

এর বিদেশীভাব কে যত বেশী আমল দেওয়া হবে,ভেতর ভেতর দেশ ততই দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

তাই তিনি সাবধান হতে বলছেন এবং আগামীর চালকদের শ্রমের স্বীকৃতি,মর্যাদা এবং সমান অধিকার দেবার ওপর আমাদের দৃষ্টি দিতে বলছেন।

কাজে এটা করতে পারলে,শুধু নিয়মের বেড়াজালে রেখে নয়.. অদূর ভবিষ্যতে দেখা নিশ্চিতরূপে যাবে যে, ঐ Toiler রা একেবারে আসাধ্য সাধন করছে!

আমরা চাই বা না চাই.. এই যুগ আসবেই,তাই আমাদের ওদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর বইগুলির ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#২৯

একেবারে অন্য সমাজ-মূর্তি বানিয়ে রেখেছেন উনি... শুধু আমাদের দর্শনের অপেক্ষা।

এই দর্শন কীভাবে হবে?
মহেন্দ্র সমাজ চিন্তনের ফলে,যত দ্রুত বোঝা যাবে-ততই নিকট দর্শন!

চিন্তনে কি নেই?
সমস্ত কিছু আছে,তাই উনি এই পথটিকেই বেছে নিয়েছিলেন বিশ্ব কল্যাণের প্রয়োজনে।

স্তরে স্তরে পূর্বের সমাজ ছিল,আবার সেইভাবেই আগামীর সমাজও থাকবে,কিন্তূ ভেতরেতল থাকবে একই শক্তি,যেহেতু শক্তির চরিত্র বদলায় না,শুধু বদলায় সংস্কার!

তাই সমাজকে মাঝে মাঝে সংস্কৃত করার প্রয়োজন হয় আর পরবর্তীতে ঐ নতুন সংস্কার প্রণালী কে কেন্দ্র করে যা গঠিত হয়,সেটাই নাম নেয় সংস্কৃতি।

আমরা এই নতুন সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই বর্তমানে বাস করছি,তাই এই সম্মন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া জরুরি।

অসাধারণ চিন্তাধারার অধিকারী মহেন্দ্রনাথের আসামান্য প্রয়াস এটিকে অগোচরে সার্থক করে তুলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ অবশ্যই দর্শন হবে।

তাঁর শ্রেণী সংযোজন প্রণালী অভিনব এবং প্রভুত হিতকারি তো বটেই,উপরনতু সারা বিশ্ব কে এক অন্য উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠায় পূর্ণভাবে সমর্থ।

তিনিও সাম্য ইত্যাদির কথা বলেছেন,কিন্তূ যা আমরা ঐ সাম্যতার সাধারণ অর্থ করি-তা মোটেই নয়,সম্পূর্ণ নতুন এই সাম্যতা।

সোজা কথায় তাঁর মহান তত্ত্বের অনুবর্তী হলে... মানুষের মনে যদি সাম্যতা না আসে-সমাজে বা দেশে,এমনকি সারা বিশ্বে সাম্যতা কোনোভাবেই আসতে পারেনা আর এর উল্টোটাও একেবারে ঠিক জগতের সাম্যতা বিঘ্নিত হলে-সমস্ত মনুষ্য সমাজ দিশাহারা হয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত অরজগতার সৃষ্টি হয়।

কিভাবে তাহলে এই সাম্যতা আনা সম্ভব?

প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সবকিছু হয় আর এই ব্যাপারটিও ব্যাতিক্রম নয়।

জগতের সমস্ত ব্যাক্তির মনে সাম্যতা আনয়ন বা নিখিল বিশ্ব জগৎ কে সাম্যতায় প্রতিষ্ঠিত করা সাধারণের পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য।

তাহলে উপায়?

এমন কোনো শক্তির প্রকাশ,যার মাধ্যমে এই দুরুহ কাজ সংসাধিত হতে পারে।

কার্যত অসীম শক্তিধারী কোন আধারের প্রয়োজন।

সারা বিশ্ব যখন তলায় আর ওপরে আধুনিকতা ও অগ্রগতির মুখোশ পরানো হয়... তখনই বুঝতে হবে.. সারা বিশ্বের জাগরণের প্রয়োজন নিশ্চিতভাবে হয়েছে।

এই প্রয়োজন চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে ছিল আর তাই মহাশক্তি স্বরূপ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রী শ্রী মা সারদার অবতরণ।

একদিক থেকে দেখলে... মায়ের অবতরণ হয় না,কারণ তিনি নিত্য বিরাজিতা।
প্রয়োজন হয় প্রচলিত খইষ্ণু ভাবগুলির পরিবর্তনের-নতুন আনকরা শক্তিশালী ভাবসমূহের মাধ্যমে।
পৃথিবীতে তিন ভাগ জল রয়েছে আর আমাদের তৃষ্ণা কি মিটবে-ঐ জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে?
নয়।

অতএব উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযোগী করে তা আমাদের পান করতে হবে।
এই পান করার সার্বিক ব্যবস্থা স্বামী বিবেকানন্দর মাধ্যমে করানো হল।

এর পূর্বে পূর্বে যেসব অবতার গোত্রীয় আধারের কথা শোনা যায় তাতে এমন কোন খবর প্রাপ্ত হওয়া যায় না যেখানে বিশ্বের সর্বত্র জল সরবরাহর ব্যবস্থা এককালে করা হয়েছিল!

এবারে প্রযুক্তি সর্বাধুনিক।

শুধু এটুকু করলেও চলবে না,তাই মহেন্দ্রনাথের মতন মহাপুরুষের আগমন।

তিনি জলের পরিমাপ থেকে শুরু করে গুণাগুণ এবং অতি সহজে পান করার পদ্ধতি শেখানোর জন্য তাঁর কার্য শুরু করে দিলেন।

অর্থাৎ দূষিত জলের পরিবর্তে বিশুদ্ধ জল সহজে প্রাপ্ত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন।

এক্ষেত্রে ঐ দূষিত জল =আসাম্য স্পন্দন

পরিশোধিত জল=সাম্য স্পন্দন।

এই বিশ্ব কে জাগ্রত করার এবং ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার একমাত্র ঔষধ।

স্নায়ুতে সাম্যতা আনয়ন... কথায় নয়।
মহেন্দ্র সামাজিক দর্শন
পর্ব#৩০

বলছেন সাধারণ এর যথার্থ উন্নতির কথা,যার কেন্দ্রে রয়েছে toil করা গোষ্ঠী।

তেজি ভাব তারাই সৃষ্টি করবে আর সেই ভাবগুলোকেই ভিত্তি করে সম্পদ আসবে নতুন উপায়ে... এরই নাম National Wealth.

তারাই পারবে,কারণ তাদের মধ্যেই জমে রয়েছে উদ্যোম ও আত্মপ্রেরণা এবং অমোঘ শক্তি।

এই মহাশক্তির বিকাশ কেউ রোধ করতে পারবে না।

যদি বর্তমান সমাজের বুদ্ধিমানেরা তাদের ঠিক ঠিক শিক্ষার একটু ভার নেন,তাহলে তাদের এবং Toiler দের উভয়েরই উন্নতি।

এই নব শিক্ষা একেবারে অসার গল্পবিহীন হতে হবে আর প্রাকটিক্যাল হতেই হবে।
প্রিভিলেজড ক্লাস এর সঙ্গে কোনও সংঘর্ষ নয়,তাতে সমাজে এবং বৃহদার্থে দেশে প্রবল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

Toiler রা নানান নতুন কাজ করে দেখালে,দেশের সম্পদ অনয়নের চিত্রটাই বদলিয়ে যাবে আর ঐ ক্লাস স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একই সারিতে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হবে এবং দেশের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

নতুন জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হবে এবং সোজা কথায় জনগণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে আর আনন্দে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

জাতীয় ঐক্যও এইভাবেই তৈরী হয়ে যাবে আর মানুষ নিজের অন্তরের সম্পদের সন্ধান পেয়ে-পরমার্থলাভ করার প্রয়াসে অনেক বেশী সচেষ্ট হবে।

দ্বিতীয় স্তরের স্বাধীনতা লাভ করার.. পথ এটাই।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩১

অত্যন্ত আধুনিক ও কার্যকরী সব বিশ্লেসন ও যুক্তি উনি উপস্থিত করেছেন... এক শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ার জন্য,আর এই ব্যাবস্থার প্রতিফলন সারা পৃথিবীতে কালে পড়তে বাধ্য।

এই নব নির্মিত প্রণালী আগে কোনো দেশেই,সেভাবে প্রয়োগ করা হয় নি-কোথাও না কোথাও ঘাটতি থেকেই গেছে।
ফল দাঁড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা,যার উৎস সঠিকভাবে কেউই জ্ঞাত নন।

Toilers Republic বলছেন,কিন্তূ এই শ্রেণীর ভেতর কারা কারা পড়বে,এটা আমাদেরই পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে নির্ণয় করতে হবে।

উনি কয়েকটি parameter এর উল্লেখ করেছেন,যা সমস্ত দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য।

১)Toiler তারাই,যারা বিশেষরূপে দেশের সম্পদ উৎপাদন করে।
২)Toilerরাই দেশ গঠন করে।
৩)তারাই সর্বোচ্চ ট্যাক্স দেয়।
৪)শেষে বলছেন, তারাই দেশের প্রকৃত owner এবং master.

খোলা মনে ভেবে দেখলে... এ ছবি আমরা সবাই দেখতে পাবো।
এবার এসেছেন উনি old এবং নতুন সমাজ গঠনের তুলনামূলক আলোচনায়।

পূর্বের সমস্ত ব্যবস্থায়,কোনো না কোনো ভাবে মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে সমাজ গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।
এদের ধরে নেওয়া হয়েছে..., বিদ্যাবুদ্ধিতে সেরা।
এবার ক্রমশ তাদের lordship এ সমাজের তথাকথিত নিম্নতর শ্রেণীগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তীতে hereditary leader এর গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের বন্ধুবান্ধব ও companion রা।

তারও পরে এসে উপস্থিত হয়েছে-supplier রা.. যারা এই গোষ্ঠীকে আরও পরিপুষ্ট করতে পারে।

একদম শেষে toiler দের অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছে এবং সত্যি কথা বলতে কি.. তাদের সমাজে বিশেষ কোন মর্যাদা নেই।

মহেন্দ্র-সমাজ গঠন প্রণালী এরপর ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন।

এই সমাজের চরিত্র হবে আনকোরা নতুন আর গঠন করা হবে পূর্বের নিরিখে উল্টো মেরু(opposite pole)থেকে।

জাতীয় জীবন এবং চালিকা শক্তির কেন্দ্রে থাকবে Toilerরা।
কারণ বিশেষ বিশ্লেসন দেখিয়েছে,এরাই সর্বোচ্চ শ্রম দান করে দেশের সম্পদ এর সৃষ্টি করেন তাই নয়,দেশকে রক্ষা করতেও তারা সবার চেয়ে এগিয়ে।

এই কেন্দ্রেকে বেষ্টন করে অন্যান্য যে বলয়গুলি থাকবে তাদের মুখ্য কাজ হবে -এই Toilerদের কাজের উন্নতিকল্পে এবং অগ্রগতিতে সর্বদা সাহায্য করা।

এছাড়াও দেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ইত্যাদি তেও,এই সব বলয় শ্রেণীর উপস্থিতি থাকবে।
আপাতত গল্প কথা বলে মনে হলেও.. এ গল্প নয়-চূড়ান্ত বাস্তবতা।
টিকা:
একসময় স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়,যিনি পূজনীয় মহেন্দ্রনাথের এক ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন -ওনার সঙ্গে অনেক আলোচনার সুযোগ হয়েছিল।
ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-এই Toiler আসলে কারা?
বুঝতেই পারছেন আমাদের জন্মাবোধি শোনা কৃষক,শ্রমিক ও মজদুর বা অন্যান্য অনেক তথাকথিত পেশায় যারা নিযুক্ত আছেন যেমন জুতো সেলাই ওয়ালা,ঝাড়ুদার,কুমোর,কামার,বিভিন্ন হস্তশিল্পী এরাও ঐ শ্রেণীর অন্তরভুক্ত।

এছাড়া কি toiler কাউকে ঠিক বলা যায়..

উনি মানে আমাদের গোপালদা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, কেন একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার-সেও তো toiler।
এটা একটা ভাবার মতন বিষয়,কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রথগত উচ্চ পেশা গুলিতেও শ্রম ও পারিশ্রমিক এবং উৎকর্ষতার ভিত্তিতে গরমিল রয়েছে।
প্রয়োজন এর বাইরে বহুকিছু করা হয়,বিদেশী ব্যাবস্থার ওপর অনেক বেশী নির্ভর করার প্রবণতা ইত্যাদি।
অর্থাৎ,যথার্থ toil করার চেষ্টায় ত্রুটি থাকে।
শিক্ষাও এর ব্যাতিক্রম নয়।
পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ সম্ভবত এসব কিছু নিয়ে ভেবেই তাঁর National Wealth, Federated Asia ও অন্যান্য Social Series এর বইগুলি রচনা করেছেন।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩২

উনি সমাজের জন্য যা যা প্রয়োজনীয়,সে সমস্ত কিছুকে নিয়েই ভেবেছেন এবং সেই মতন নিজস্ব তেজী idea দিয়েছেন-বাদ পড়েনি Worship এর মতন ব্যাপারও।

নানান দৃষ্টান্ত দর্শীয়ে এবং বিশ্লেসন এর মাধ্যমে প্রথমে বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন আর এরপর করণীয় কি,তা ব্যাক্ত করেছেন।

Toiler রা এই Worship এর ক্ষেত্রেও বহুলাংশে বঞ্চিত।
অনেক স্থলে তাদের শ্রেণীর প্রবেশ প্রায় নিষেধের পরিধিতে চলে আসে,কিন্তু বড় বড় থেকে ছোট পর্যন্ত ঐ Worship এর স্থান তারাই তৈরী করেন।

এত গেল পাবলিক অনেক উপাসনা স্থানের কোথা।
এছাড়া এমন অনেক এই জাতীয় বিভিন্ন মার্গের উপাসনার স্থান রয়েছে,যেগুলি চলে পুরোপুরি কিছু devotee ও visitor দের আর্থিক অনুদানে
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩২

উনি সমাজের জন্য যা যা প্রয়োজনীয়,সে সমস্ত কিছুকে নিয়েই ভেবেছেন এবং সেই মতন নিজস্ব তেজী idea দিয়েছেন-বাদ পড়েনি Worship এর মতন ব্যাপারও।

নানান দৃষ্টান্ত দর্শীয়ে এবং বিশ্লেসন এর মাধ্যমে প্রথমে বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন আর এরপর করণীয় কি,তা ব্যাক্ত করেছেন।

Toiler রা এই Worship এর ক্ষেত্রেও বহুলাংশে বঞ্চিত।
অনেক স্থলে তাদের শ্রেণীর প্রবেশ প্রায় নিষেধের পরিধিতে চলে আসে,কিন্তু বড় বড় থেকে ছোট পর্যন্ত ঐ Worship এর স্থান তারাই তৈরী করেন।

এত গেল পাবলিক অনেক উপাসনা স্থানের কোথা।
এছাড়া এমন অনেক এই জাতীয় বিভিন্ন মার্গের উপাসনার স্থান রয়েছে,যেগুলি চলে পুরোপুরি কিছু devotee ও visitor দের আর্থিক অনুদানে আর সেইজন্য ঐসব স্থানেও অনেক ক্ষেত্রে toilerরা প্রবেশ করতে পারেন না।

আবার আছে বংশ পরম্পরায় যাজক এর মতন কোয়ালিটি থাকুক বা না থাকুক-উপাসনার হোতা হয়ে চলেন ও ধীরে ধীরে প্রভু হয়ে ওঠেন কিছু ব্যাক্তি,এরা toiler দের শুধুই servent হিসেবে দেখে থাকেন।

তাই এসব দেখে,উনি বলছেন যে toilerরা নিজেরাই নিজেদের ভেতর থেকে প্রার্থী বেছে নিয়ে এবং যথাযোগ্য training দিয়ে priest নির্বাচিত করবেন এবং উপাসনা ও স্বাধীন ও সুন্দরভাবেই করতে পারবেন।

এরপর উনি এসেছেন.. উপাসনা সম্পর্কিও বই পত্রর ব্যাপারে,যেখানে শ্রেণী প্রাধান্য বজায় রেখে,কিছু মুখোশ পরা মানুষ অনেক বই তাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে রচনা করেন শুধু ভয় দেখিয়ে বহুজনকে প্রতারিত করার জন্য।

এসব থেকে দূরে থেকে আধুনিক ভাবের সত্য উদ্ঘাটন করার প্রণালী সম্মন্ধিও বইপত্র রচনা ও সেই সমস্ত পড়ার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।
কারণ চরম সত্য চিরকাল একই থাকে, শুধু সমাজের সত্য সত্য গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে ও অনুভব করে এবং আধুনিক ব্যাপার স্যাপার এর খবর রেখে উদার মনে যা রচিত হবে.. তাই হবে toiler দের উপাসনার গ্রন্থ।

অতএব সমাজ সংস্কার উনি পূর্ণভাবেই করতে চাইছেন এবং সমস্ত উপায়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৩

এখনকার প্রিভিলেজড ক্লাস এর এখন থেকেই অবাধে toiler শ্রেণীর সঙ্গে মন খুলে মেশা প্রয়োজন।
এর ফলে পুঞ্জিভূত শক্তি এক কেন্দ্র থেকে সমাজ পরিধিতে যাতে যেতে পারে।

অর্থাৎ,Cultural Current এর কথা বলছেন।
আবার এটাও বর্তমানে একান্তভাবে লক্ষণীয় যে শুধুমাত্র আর্থিক অতি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণী আদৌ সঠিকভাবে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নন,কিন্তূ নানান উন্নতির বিধান দিয়ে থাকেন.. এতে হিতে বিপরীত হয়।

দেশের সম্পদ নষ্ট হয় আর বিচ্ছিন্নতা বেড়েই চলে।

এক্ষেত্রে old morbid idea ভিত্তিক চিন্তাধারা ও যুক্তিই হয়ে দাঁড়ায় তাদের একমাত্র হাতিয়ার।

তাই self respect যাতে বাড়ে,inventive facultyর যাতে বৃদ্ধি হয়, vigorous idea যাতে সব সময় নির্গত হতে থাকে..
এরকম বইপত্র রচনার ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন উনি।

তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীকে বলছেন-নানান নতুন বিষয়ের seminar,discussion ইত্যাদি organise করার জন্য।

শিক্ষা দিতে বলছেন নতুন করে,নতুন ভাবে-University ফরম্যাটে নয়... হাতে কলমে।

এর শুভফল অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব,কারণ এই শিক্ষার ফলে পরবর্তীতে একটু খালি ধরিয়ে বা বুঝিয়ে দিলেই.. Toiler রা বিরাট বিরাট কাজ অক্লেসে করতে পারবে।

এইভাবেই বাড়বে National Wealth.

ধীরে ধীরে চাকা কিন্তূ ভেতর ভেতর ঘুরতে থাকবেই,কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না নতুন যুগে... এটা হল Toiler রা নিজেদের ভেতর থেকেই যোগ্য লোককে প্রথমে প্রতিনিধি স্বরূপ নির্বাচিত করবে এবং সময়ে তারাই দেশের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে প্রকাশ লাভ করবে।

তারাই হবে কেন্দ্র,কারণ তাদের কান্ট্রিবিউশনই সবচেয়ে বেশী,সংখ্যার নিরিখেও তারাই বৃহৎ অংশ।

এই মিলনই দেশের মহা শক্তির প্রকাশ ফুটিয়ে তুলবে সারা বিশ্বে,কারণ তারা মনে প্রাণে একত্বের পূজারী.. যা ভারতের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৪

উনি যে কত গভীর স্তর থেকে সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেছেন,তা দেখে অবাক হতেই হয়!

উনি জাতি গঠন থেকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনপদ ও দেশ গঠনের রহস্য সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসের স্বাক্ষসহ তুলে ধরেছেন।
এই মন-সমাজ চেতনা আগামী চিন্তাবিদদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলে গ্রাহ্য ও মান্য হবে,কারণ সমাজ স্তর বিন্যাস ও সার্বজনীন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিও নুতন সমাজ কাঠামো বানাতে অতি নির্ভরযোগ্য সহায়ক হিসেবেই,এটির স্থানলাভ নিশ্চিত।

প্রথমে মনে হবে গল্পকথা শুনছি,এরপর মন আন্দোলিত হয়ে-নানান চিন্তার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য আর শেষে এক আনন্দভূমি থেকে সমাজ দর্শন করে..
এই দেহের দেহতত্ত্ব আবার বিভিন্ন গল্প তথা ইছামতন রূপান্তর ঘটাতে সমাজ বিজ্ঞানী কে উৎসাহিত করবে।

মহেন্দ্র সমাজ দর্শন তাই আমাদের কাছে এক নতুন বিবর্তনের ইতিহাস বলতে শুরু করে.. যে গল্প বা বিবর্তন শুরু হয়েছে মানবের মনে প্রথম চেতনার ক্ষণটি থেকে।

তাই বিশ্লেসন এটিকে এক সমান্তরাল শ্রেণী চেতনার কাহিনী বলতে বাধ্য হচ্ছে।

এই বিবর্তন স্তরে স্তরে নয়... সাধিত হয়েছে মানব দেহধারী মনগুলির তিনটি প্রধান কোণ থেকে আর তাই এই বিবর্তন কে এক চেতন-ত্রিভূজ স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

আজকের এই আধুনিক ও আদি অধিবাসীকে বিশ্বজুড়ে একটাই সূত্রে এনে ফেলেছেন মহেন্দ্রনাথ।

আস্ট্রেলিয়া থেকে উত্তর আমেরিকা,ভারত থেকে টার্কি,আফ্রিকা থেকে সাইবেরিয়া.. সব এই সূত্রের মধ্যে এসে পড়ছে,বাদ যাচ্ছে না মেরু প্রদেশীয় মানবকুলও।

শুধু এক্ষনে উল্লেখিত হচ্ছে ঐ সমাজ ত্রিভূজ এর তিনটি বাহুর প্রাথমিক চরিত্র :

বাহু১*Shephered

বাহু২*Carrier

বাহু৩*Cultivator
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৫

অদ্ভুত ধীশক্তি সহায়ে সমাজ শ্রেণী-চরিত্র ও মূলে পৌঁছিয়ে জানাচ্ছেন আদিম থেকে আধুনিক সমাজ গঠন ও আঙ্গিক এর কাহিনী।

যে সমাজ আমরা বর্তমানে সামগ্রিকভাবে বিশ্বজুড়ে দেখছি,তার ভেতর গভীর দৃষ্টিশক্তি নিক্ষেপ করলে আদিম মূল তিনটি শাখার চরিত্র দর্শন হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মিশ্রণ এর ফলে বোঝার উপায় নেই ঐ আদিম শ্রেণীদের সম্পর্কে সবিশেষভাবে,কিন্তূ তবুও ছাপ থেকে যায় চরিত্রে।

প্রথম সমাজ বাহু ১-Shepherd,এরা বনাঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই পছন্দ করতো আর সেই সঙ্গে যদি কিছুটা করে ফাঁকা জমিও থাকতো তাহলে আরও পছন্দের ছিল সেইসব জায়গা।

এদের বাড়িঘর বলে কিছু থাকার প্রশ্নই ছিলোনা আর বাবা ও মায়েদের থেকে অতি অল্প বয়সেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো।

এরা শিকারি প্রকৃতির ছিল,এমনকি বাঘ জাতীয় প্রাণীও শিকার করতো।
এরা সাহায্য করার জন্য খুঁজে খুঁজে maid ধরণের মানে বিশ্লেসন করলে তাই দাঁড়ায়,তাদের রাখতো এবং সন্তান এই ভাবেই জন্ম নিতো।

এই শ্রেণী ক্রমাগত শিকার ইত্যাদি করতে থাকায় কালে ভয়াবহ হয়ে উঠতো এবং লুঠেরা বা দস্যু তে পরিণত হতো।
পরবর্তীতে এদের ভেতর থেকেই একজনকে বাকিরা সর্দার হিসেবে মেনে নিয়ে organised ভাবে লুঠপাঠ চালিয়ে যেত।

এখানেই শেষ নয়,ভালোমতোন অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে লাভ করার পর তারা বেশকিছু দল মিলিয়ে বড় kingdom স্থাপনের চেষ্টা করে তাতে প্রভুত সফলতাও পেতো।

পৃথিবীর বহু empire এই শ্রেণী থেকেই হয়েছে।

Foreign land এ আধিপত্য বিস্তার করতো এইভাবেই আর সেইসব দেশে আবাধ মিশ্রণের ছবি আজ অবধি পৃথিবীতে খুঁজলেই দেখা যায়।

দ্বিতীয় বাহু ২-Carrier দের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলছেন,এদের বড় বড় নদী ঠেলে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র খুব পছন্দের ছিল এবং স্থায়ী আস্তানা বলতে কিছুই ছিল না।
পাড়ি দিত এক দেশ থেকে অন্য অনেক দেশে।
তখনকার দেশ বলতে কিছু কিছু ছোট,বড় ও মাঝারি জনপদ বিশেষ এবং একটির সঙ্গে অন্যটির ভেতর প্রচুর দূরত্ব বর্তমান।

এরাও মিলিত হতো সেইসব রমণীদের সঙ্গে যারা ভিন্ন দেশীয়।

প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কি এইসব শ্রেণীতে কি শুধুই পুরুষেরা অধিক সংখ্যায় থাকতো?
না,তা ঠিক নয়,তবে সমুদ্র অভিযানে তাদের রমণী নিয়ে যাবার খবর পাওয়া যায় না।
হতে পারে বহু বহুদিন বাদে বাদে তারা সেইসব স্থানে ফিরে আসতো যেখানে তারা পরিবার সম স্ত্রী এবং সন্তান থাকলে তাদের রেখে যেত... অন্য কিছু পুরুষের তাদের শ্রেণীর মধ্যে থেকে।
এই প্রথা হয়ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে by rotation এর মতন চলতো।

এরাও দুধর্ষ ছিল চরিত্রে এবং সমুদ্র অভিজানে পটু হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশে অনবরত যাবার সুবাদে ব্যবসা বাণিজ্য এদের হাত ধরেই বিস্তার লাভ করতো।
আজকের ভাষায় প্রধানত Foreign Trade এর আদি গোষ্ঠী এরাই।

এরা আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে.. বড় নদী বা সমুদ্রের উপকূলে থাকতেই বেশী পছন্দ করতো।
কখনোই বেশী ভেতর দিকে এদের বসবাসের চিহ্ন নেই।

একমাত্র তিরবর্তী অঞ্চলে ভালো ও বড় জায়গা দেখতে পেলে, সেখানে Port বানিয়ে ফেলতে তৎপর হতো এবং যেখানে সেই Port গুলি বা যে দেশে গড়ে উঠতো সেখানকার রমণীদের বিবাহ করতো।
এইভাবে এই trade থেকে আয়ের মাধ্যমে এরাও অনেকেই Kingdom বানিয়ে ফেলতো।

এদের এডভেঞ্চার করার নেশা প্রচুর প্রাকৃতিক বিপর্যয় কে রুখতে সাহায্য করতো, কারণ এতে তারা ভয় পেতো না।
এই শ্রেণীর লোকেরাও বাবা মায়ের সঙ্গে থাকতো না।

কালে অভিযান করা থেকে বিরত হয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেত।
তৃতীয় বাহু৩-Cultivator,এরা সাধারণত তুলনামূলক ভাবে উৎকৃষ্ট জমির সন্ধান করতো যেখানে শস্য ভালো উৎপাদন করা যায়।

এরা ধৈর্য ধরে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকতো এবং গরমের তাপের জন্যও।
এরা কখনো আগ্রাসী ধরণের হতো না আর পারিবারিক,বিশেষত বাবা ও মায়ের সঙ্গে বন্ধন এর ছিন্ন করতো না।
এরা বংশ পরম্পরায় নিজস্ব জমির অংশীদার হত এবং পিতা তার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

সেইজন্য ব্যালান্সড সমাজ চেতনা,এই শ্রেণীর মধ্যেই প্রথম জাগ্রত হয়।

প্রথম প্রথম এরা বহু বিবাহ করতেন আর নিজস্ব পছন্দের স্ত্রীর ছেলেদেরই সম্পত্তি দিয়ে থাকতেন।

এইভাবে কালে লিগাল ম্যারেজ প্রথা সমাজে আসে।

চাষবাস কালে অগ্রগতির ফল প্রদান করতে থাকে এবং আশপাশের যুবক এসে দলবদ্ধ হয়ে কিছু সময় বের করে নতুন কিছু খুঁজতে,বুঝতে ও পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে আর এইভাবেই কালে শিল্পী, দার্শনিক এবং অন্যান্য স্কলার এর সৃষ্টি হয়.. যা উন্নত চেতনার প্রতিফলন।

আশেপাশের সুন্দর ও দৃশ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ এই অগ্রগতির সহায়ক হয় আর চেতনার প্রকাশ বেড়ে চলে...
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৬

প্রসঙ্গ করছেন এবার Natural Religion এর, যা পূর্বে অল্পবিস্তর বলাও হয়েছে।

প্রথমে নিয়ে এসেছেন পাহাড়ি অঞ্চলের ধর্মানুষ্ঠান।
কোনো বাহুল্য নেই,যেখানে মনে করেন-সেখানেই শুরু করেন, সর্বদা একটা গম্ভীর ভাব, ফুল ইত্যাদি নিবেদনের অভ্যাস কম, ধুপ ইত্যাদি জ্বালাও বিশেষ নাই।

গুমফা ইত্যাদি কে এইক্ষেত্রে সার্বজনীন পর্যায়ভুক্ত করা হল না।

এবার দেখাচ্ছেন সাজুজ্জ... মনের ওপর প্রকৃতির প্রভাব আবার উচ্চ অবস্থা থেকে বিশ্লেসন করলে এর উল্টোটিও হয়ে থাকে।
সেক্ষেত্রে অসীম ও অত্যন্ত শক্তিশালী মনের অধিকারী মানুষ... প্রকৃতি গঠন এবং রূপান্তরেও সক্ষম।

বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার পর্বত এবং ক্রমে তা আরও উচ্চতা কমিয়ে-ভূতলের থেকে সামান্য বেশী উচ্চতায় থাকা প্রকৃতি - মানব মন ও তার কথার সুরের বা ধোনির ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেই করে আর তাই গম্ভীর ধ্যান মগ্ন পর্বত এর মতন -পাহাড়িদের কথাবার্তা কম এবং গম্ভীর হয়ে থাকে।
তারা ভেতর থেকেই সর্বদা একটা ধ্যানের প্রয়াস পায়।

এরপর যখন সেই অতুচ্ছ সম্পূর্ণ সাদা বরফে ঢাকা শৃঙ্গর যতই নিকটবর্তী হয় পাহাড়িদের কেউ কেউ.. তারা যেন প্রকৃতির একটা ভাষা(audible)শুনতে পায় আর ঐ ভাষা পূর্ণ ধ্যানে ডুবিয়ে দেয়.. সময়ের কোনো হুঁশ একেবারে থাকে না।

সেইজন্য মহেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন, পাহাড়িদের কথার ঝংকার যেন পাহাড়ের অলংকার এর মতন... এই ধীরে ধীরে উচ্চতে উঠে গেল আর তার পরপরই যেন চকিতে নেমে এলো।

সমতলের মানুষদের চেয়ে, স্বাভাবিক ভাবেই ওরা দ্রুত পাহাড়ে উঠতে এবং নামতে জন্মগতভাবেই অভ্যস্ত।

এর নামই Natural Religion.. জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো প্রণালী মোটেই নয়।

চলে এসেছেন এরপরেই desert এর মানুষজনের প্রকৃতির মধ্যে।

দুর্ধর্ষ, প্রবল যোদ্ধা, কিন্তু শিশুর মতন সরল, কোনো ক্যালকুলেশন এর ধারকাছ দিয়েই চলে না, যদিও আরব ইত্যাদি প্রদেশে একসময় ম্যাথমেটিক্স খুব উন্নতি করেছিল এবং ইউরোপে এই অবদান আজ পর্যন্ত দেখা যায়।
তার মানে এই নয় যে শুন্যের আবিষ্কার এই ভারত থেকে যে হয়েছিল প্রকৃত অর্থসহ -সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া হলো না।

অদ্ভুত religion এর ব্যাখ্যা করছেন পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ.. বলছেন, ওরা প্রাণ খুঁজে পায়-মৃত্যুর মধ্যে আর মারাত্মক ভয় সৃষ্টির ভেতর খুঁজে পায় peace বা শান্তি।

তাই কোনো আলাদা করে রিচুয়াল ওদের ভেতর worship এর মধ্যে নেই।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল *ওদের অদ্ভুত চরিত্র।

সেই মুহূর্তেও যখন শত্রুকে নিধন করতে একেবারে প্রস্তুত আর ঐ অতি সূক্ষ ক্ষণের ভেতর যদি শত্রু কেঁদে মার্সি করে দিতে বলে.. সঙ্গে সঙ্গে ওরা বিরত হয় নিধন করতে আর সেই শত্রুকেই করে নেয় পরম বন্ধু!

এর একেবারে হুবহু উদাহরণ আমরা মহেন্দ্রনাথের পর্যটনের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত হই।

কিরকম জানেন?

মরুভূমির প্রচন্ড উষ্ণতা ও হিমশীতলতার মতন একেবারে.. এই মনের অতি উগ্র ভাব আর পর মুহূর্তেই একেবারে কোমল... Natural Religion.

এবার চলে এসেছেন উনি শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে, যেখানে শুদ্ধ জলের অভাব নেই, প্রকৃতিও অনুকূল আর ফল ফুল এর আধিক্য।

সেই এক প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে, এই অঞ্চলের মানুষজনরা পরিষ্কার পরিছন্ন থাকতে ভালোবাসে, দেব দেবীর মূর্তি খুব সুন্দর করে বানায় -তাদের সাজায় গোজায়, ফুল মালা ইত্যাদি দিয়ে পূজার আয়োজন করে, ধুপ ও দ্বিপাদি জ্বালায় আর প্রভুত ভোগ ইত্যাদি নিবেদন করে।

এরা ভজন গায়, স্তোত্র পাঠ করে,দেব দেবীর সম্মুখে বাদ্দ ইত্যাদির সহিত নৃত্য করে... এইসব মিলিয়ে তাদের আরাধনা বা worship.

সবকিছু পর্যালোচনা করে মহেন্দ্রনাথ ধর্ম-সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি সহায় এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা সত্যিই অদ্ভুত!

উনি বলছেন পাহাড়িরা স্বভাবত শৈব,মরুভূমির মানুষদের উপাস্য রূদ্র আর শস্য শ্যামল ক্ষেত্রের মানুষজনের আরাধনা বিষ্ণু কে কেন্দ্র করে।

বিপরীত দিক থেকে মানুষের চরিত্র এবং worship এর পদ্ধতি লক্ষ্য করে.. সেই মানুষের উৎপত্তি ও মূল কোথায় অবস্থিত.. তা এই প্রণালী অবলম্বনে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

এই হল সংক্ষেপে মহেন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য Natural Religion,যা সমাজ দর্শন,চর্চা এবং নব গঠন প্রণালী প্রাণয়নের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ..
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৭

ওনার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি জানান দিচ্ছে, পূর্বের উল্লেখিত তিনটি প্রধান আদিম শ্রেণীর বর্তমান ও আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থানের খবর।

Shepherd(নিছক মেষ পালক নয়) এবং Carrier- যারা কিনা বিশাল বিশাল kingdom গঠন করেছিল ও অন্য দেশেও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল identity র ভিত্তিতে, তারা extinct হয়ে গেছে এবং foreign people এর ভেতর absorbed হয়ে গেছে!

শুধুমাত্র কিছু অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ এবং ইতিহাসের পাতায় তাদের আদিম উপস্থিতি এবং আধিপত্বের ছাপ রয়ে গিয়েছে।

এরা প্রভুত ধৈর্যহীন ছিল এবং প্রবল আধিপত্য বিস্তারের নেশায় বিভোর ছিল আর এইভাবে শক্তি ক্ষয় তাদের হয়ে থাকে।

এরপর বলছেন, সেই Cultivator দের কাহিনী... এরা সগৌরবে এখনো রয়ে গেছে... কারণ তারা ছিল প্রভুত ধৈর্যশীল, আধ্যাবসায় যুক্ত, অযথা শক্তি ক্ষয় না করে*সর্বদা শক্তি সংরক্ষণ করে এসেছে।
এই Cultivator শ্রেণীই humanity র সমস্ত সম্পদ বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে আসছে.. যার ভেতর ধর্ম, দর্শন, জাতীয় ভাষাদি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবই পরে।

পূর্বের দুটি শ্রেণীর বিনাশ কেন হল.. মহেন্দ্র সমাজ দর্শন সেই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।
উনি যুক্ত করছেন বক্তব্যে -সেই প্রাচীন Assyrians এবং Phoenicians দের অবস্থানের সামান্য চিহ্ন যেমন অল্পবিস্তর trace out করা যায়, কিন্তূ আজকের কোনো জাতীয় জীবনে তাদের স্থান নেই... অতএব তারা people এর মধ্যে পড়লেও, ওতো বড় বড় kingdom রচনা একসময় করলেও *কোনোদিনই তারা Nation হয়ে উঠতে পারে নি।

পক্ষান্তরে এই ধৈর্যশীল Cultivator শ্রেণীই Nation গঠনে সক্ষম হয়েছে।

এক্ষেত্রে বলা বোধ হয় উচিত যে, পূজনীয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত -এই বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ জাতির মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। কারণ এই Nation এর ভেতর-একটা বৃহত্তর সমাজ বা দেশ চালাবার জন্য যে যে ধরণের কর্মকুশলী প্রয়োজন, তা সবই পাওয়া যায়।

মহেন্দ্র সমাজ দর্শন অনুধাবনে মাননীয় ভূপেদ্রনাথের বইগুলি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সহায়কের ভূমিকা পালনে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ওনার নিজস্ব দর্শন আজও রয়েছে*যা বিশ্বজনীন মানব কল্যান এর নির্যাস স্বরূপ, ছিল সংবিধানও -যা বিসর্জিত, আর উক্তি ঘোষণা করছে.. একদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস রচনা হবেই আর সংগ্রামের কাহিনী উজ্জীবিত করবে এবং সঠিক পথ নির্দেশ করবে এক অতি শক্তিশালী জাতি গঠনে।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৮

সূর্য উদিত হয় পূর্ব দিগন্তে আর অস্তমিত হয় পশ্চিমে।

পূর্বের সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতার উদয় হয়েছিল এই পূর্ব থেকেই আর পশ্চিম ঘুরে একটু অন্যরকম ভাবে ফিরে এসেছিলো আবার পূর্বেই।
ওনার তত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারেই Energy comes back to its origine.

নতুন সভ্যতা হবে তাই নতুন রকমের।
কেন্দ্রে কখনোই থাকবেনা privileged কোনো শ্রেণী বা কয়েকটা পরিবার.. থাকবে Toilers আর Women -যাদের অবদান সবচেয়ে বেশী, এক জাতি গঠনে।

এরপর এক মহাবাণী উনি শুনিয়ে রেখেছেন এবং সেই অর্থে সতর্ক করে দিয়েছেন... যত তথাকথিত সভ্যতা পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছে *সমস্ত অল্পস্থায়ী হয়েছে এবং অচিরেই ধ্বংসের মুখ দেখেছে।

তাই ওপরের চাকচিক্য দেখে মুগ্ধ হওয়ার আগে বিশেষরূপে ভাবার প্রয়োজন ও দেশীয় সভ্যতার মূল দর্শন করা আবশ্যিক।

অতএব এর ভেতর থেকে সভ্যতা বলতে ঠিক কি বোঝায়, সেই সূত্রও প্রাপ্ত হওয়া যাবে।

আবার একটু অন্য দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে.. এক্ষেত্রে স্বামী আভেদানন্দের দুটি বাণী বা উক্তিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১)ভারতের পরাধীনতার কারণ স্বরূপ বলেছিলেন... আমাদের অতিরিক্ত সভ্যতাই এর জন্য দায়ী।
২)আমেরিকাতে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন এইভাবে... আপনাদের মূল শক্তিটা কি, যাতে এতো লোক আকর্ষিত হচ্ছে?

এই ভোগবাদের দেশে, আমাদের সাধারণ জীবন যাপন প্রণালী দেখেই তাঁরা আকর্ষিত হচ্ছেন শুধুমাত্র।

এর থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে নতুন সমাজ গঠনে আর পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ ঠিক সেই কথা মনে রেখেই নতুন সমাজ গঠন পদ্ধতি রচনা করেছেন।

ক্ষত্রিও দের বলের মিশ্রণ ওনার সমাজ গঠন ও রক্ষার নিদান, আর তাই ঐ বলের জাগরণের ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

স্বামীজীর উপনিষদ চর্চা করাও ঐ একই উদ্দেশ্য স্মরণ করায়।
এর ভেতর যে শক্তি নিহিত রয়েছে, তা জগৎ তোলপাড় করে দিতে পারে।

শুধু শক্তি থাকলেই হবে না... তাই ওনারা নিয়ন্ত্রণ কে কেন্দ্রে বসিয়েছেন... এটাই মহেন্দ্রনাথের Controlment of Nerves.

পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সর্বপরি বিশ্বাস কে মূলধন করতে বলেছেন আর ভালোবাসার অন্দরে ঐ মূলধন সযত্নে রাখতেও বলে দিয়েছেন।

তা,নাহলে পরস্পর পরস্পরকে ঠকাতে ঠকাতে তলিয়ে to যাবোই আর দেশ ও রসাতলে যাবে।

Generation gap থাকবেই, এটা ছাড়া অগ্রগতি আদৌ হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মানানসই ও শিক্ষাভিত্তিক উপায় অবলম্বন করতে হবে, অর্থাৎ, কিসে কি হয় -এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে, নচেৎ পরের বা ফরেন কান্ট্রি গুলোর অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেরা তো চাপা পড়বোই আর যথার্থ উন্নতিও স্তব্ধ হয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত দশা হবে।

দেশের সঠিক সম্পদ ও শক্তি জেনে তবেই বিদেশী ভাব গ্রহণ করলে সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত।

তার মানে মোটেই কুপোমুন্ডুক হতে বলছেন না, Foreign Trade এর ওপর প্রচুর বক্তব্য রেখেছেন, রূপরেখাও নির্মাণ করে দিয়েছেন... তবে দেশের ভাবের সম্প্রসারণ ভুলে কখনোই নয়।

অতএব মহেন্দ্র সমাজ দর্শন এককথায় বলা যায় শান্তি ও শক্তির প্রতীক!

ঐ প্রতীকটির জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম...
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৩৯

আমরা সাধারণ ভাবে মহেন্দ্র সমাজ চিন্তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত হয়েছি, কিন্তু এর পরিসর অনেক অনেক বড়।

বহু বহুলোকের কালে আশ্রয় মিলবে এই চিন্তন ধারার ভেতর, বিশেষত এশিয়া মহাদেশে।

ওনার Homocentric Civilisation এর কেন্দ্রে ব্যাক্তির অবস্থিতি, সেই ব্যাক্তি এবং নানান গুণ সম্পন্ন ব্যাক্তিদের কেন্দ্র করেই, ওনার নতুন সমাজ গঠনের প্রয়াস।

যে স্থান আগে দখলে রেখেছিলো theology এবং এর পরে নানান অন্যান্য মত।

উনি এর কোনোটিকেই পুরোপুরি গ্রহণ না করে.... যথার্থ ব্যাক্তি কে করে তুলেছেন উজ্জ্বল, মহিমাময় এবং মহান।

তাতে ঐ ব্যাক্তির মনের দরজা খুলে হাট হয়ে যাওয়াতে প্রাণের আদান প্রদান অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আনন্দ ও শক্তি পাচ্ছে।

উনি আগেও বলেছেন যে, দেখবে যখন মানুষ বুক ভরে গভীর শ্বাস নিতে পারছে, তার মানে সেই মানুষ ও সেই দেশ অবশ্যই ওপরে উঠছে বা উন্নতি করছে!
অসাধারণ পর্যবেক্ষণ।
আমাদের এটা করা চাই।
উনি এও বলেছেন *সময় হলেই দেখবে, কে কোথায় বসে কাজ করছিলো -এখন বেরিয়ে আসছে।

এই যারা লোকচক্ষুর আড়ালে বসে, বহু কষ্ট সয়ে, কিছু ভালো কাজ করছে, এই মানুষদের নিয়েই, তাঁর সমাজ গঠন।

মুটে মজুর -এরাই সত্যিকারের দার্শনিক এর শিক্ষক -এও তাঁরই কথা।
ওদিকে স্বামীজী বলছেন.. ঐ নিপিড়িত রা যুগ যুগ ধরে অত্যাচার সয়ে -অর্জন করেছে প্রভুত ধৈয্য।

এটাকে রুখবে কে?

ভূপেন্দ্রনাথ বলছেন.. যাও ওদের বুকে টেনে নিয়ে একযোগে কাজ করো.. ওরা জাগলেই প্রথমে.. পেট মহারাজ কি জয় বলবে।

তাহলে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় কি আমরা ঐ তিনজনের কোনো অমিল দেখতে পাচ্ছি?

যে ব্যাক্তি নীরবে নতুনভাবে কিছু গড়ে তুলছেন -অহংকার, পদ ইত্যাদি বিস্মরিত হয়ে.. সেই করছে যথার্থ আধুনিক সাধন যা কল্যাণকর সারা বিশ্বের অগণিত মানুষের জন্যে।

Idea against Idea বলছেন এর স্বামীজী বলেছেন -উদ্ভাবনী শক্তি দেশ কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে।

এগুলির বিশ্লেসন বলে.. নিজের ভেতর খুঁড়ে প্রথমে মশলা বার করতে হবে এর তারপর সেই দিয়ে শক্ত ভিত গেঁথে দেশকে মজবুত করতে হবে।

ওঁরা বলেছেন.. বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয়, তাই দেবার রসদ চাই।
তাহলেই আমাদের যা প্রয়োজন তাও সম্মানের সঙ্গেই আসবে।
তাহলে সারাংশ দাঁড়াচ্ছে এরকম -নিজের ভেতর যে শক্তি সঞ্চিত রয়েছে তার উদ্বোধন চাই।

মহেন্দ্রনাথের ধর্মের উর্দ্ধে জাতি.. এটিও স্মরণে রাখা চাই।

ভূপেন্দ্রনাথের একযোগে কর্ম করার কৌশল জানা চাই... এরই নাম যোগ!

সেই যোগযুক্ত অবস্থায় যা গঠিত হবে, তা হবে প্রাণে পরিপূর্ণ এর আশপাশ থেকে বহুজন এসে হাতে হাত মেলাবে, হবে দেশ ও দশের উন্নতি।

বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়ের ধর্মই যুগধর্ম।

এটাই Homocentric Civilisation এর বুনিয়াদ।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪০

মহেন্দ্রনাথ তাঁর সমাজ গঠন পর্বটি শুরু করতে চাইছেন, এই আধুনিক বিজ্ঞানের আঙ্গিকে, কিন্তূ কালে তা ছাপিয়ে এমন এক লোকে আমাদের উত্তরণ ঘটাবে -যা আমরা এযাবৎ ধারণায় সক্ষম নই।
উনি Cosmogony, Theogony ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন আর আজকের সমাজ ব্যবস্থাতেও যে theology র প্রবল প্রতাপ বিশ্ব জুড়ে দেখা যাচ্ছে, তাতে কি আমাদের চলার শম্বুক গতির চিহ্ন প্রতিফলিত হচ্ছে না?
আধুনিকতার মোড়ক টি ওপর থেকে উজ্জ্বল দেখালেও, ভেতরটা কি অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে?
মহেন্দ্রনাথ পুনঃরজাগরণ চাইছেন।

তাই যে ভাষায় আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় *শুরুটা সেখান থেকেই করতে চাইছেন

এই আধুনিক theology তেও, যা কোনো তথাকথিত ism ও হতে আরে, হতে পারে তুলনায় বা নিছক নামে লিবারেল বা গণতান্ত্রিক বা লেবার বিশ্বআঙিনায়, কিন্তূ বিশ্লেসন করলে যা দাঁড়ায় তার রূপ হল :

প্রথম পর্বে Metaphysical -যা আজকের ভাষায় অনেকটা Doctrine Dialogue এর মতন।

দ্বিতীয়, devotional aspect -মানে সোজা কথায় অনুগমণ ও অনুশীলন।

তৃতীয়, Ritualistic, অর্থাৎ বাধ্য বাধকতা, যার অপর নাম নিয়মের বন্ধন।

হ্যাঁ, প্রত্যেকটি স্তরেই কিছু না কিছু যুক্তি tag করা থাকে, কিন্তূ মূল উদ্দেশ্য কি.. তা কোথাও নেই।

আজকাল শোনা যায়, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা, বর্তমানের সমস্যা দূর করার জন্যই একমাত্র আর এটা করতে পারলেই ভবিষ্যৎ সোনায় মোড়া হয়ে যাবে।
অবশ্যই ভালো, কিন্তূ আরও কিছু বলা বা যুক্ত করা মনে হয় চাই।

যা চেয়েছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ।

মানুষের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন আর কোনো পেশা পরিত্যাগ না করেই এগোনোর পদ্ধতি যত্ন করে শিখিয়েছেন।

এতে পতনের সম্ভাবনা নেই আর আনন্দের স্বাদ থাকাতে -এগোনোতে সুবিধা।

মহেন্দ্রনাথ নেমে এসে জনগণে মিশে গিয়ে বলছেন --শুধু শক্তি জাগা *আগে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা কর.. ধর্ম কর্ম আপনি হবে।

তার মানে সেই এসে গেল individual এর উন্নতি।
নিজের উন্নতি নিজের হাতে।
জাগরণের জন্যও কারুর দ্বারস্থ হতে বলছেন না *বলছেন আত্ম শক্তি জাগা।

আরও বলছেন.. স্নায়ুগুলির ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তা ধারণা করা কঠিন, কিন্তূ প্রয়াস থাকলে জাগবেই জাগবে।

এটি করা চাই।
ভাবতে বলছেন আমাদের আর যারা সেটাও পারে না.. তাদের শিখিয়ে দিতে বলছেন সহজ কথায়!

একটা ফুল দেখেছিস তো?
একটা মাছ?
একটা আকাশ, সূর্য আর নিজেকে... ওনার ভাবে ব্যাস, এই দিয়েই হবে।
আমরা আরও দু একটা উপকরণ যুক্ত করে দিতে পারি এইমাত্র তাদের।

তাদের কাজ তারা আমাদের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো জানেন.. তা সে বীজ রোপনই হোক, কামারের নানান উপকরণ তৈরীই হোক বা অন্য কোনো পেশা।

ওদের একত্রিত শক্তি ও সাথে লোকসংস্কৃতি *এই সব মিলিয়েই ঠাকুরের লোকশিক্ষক গড়ার কাজ।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪১

বিশ্লেসন করছেন গভীরভাবে Devotion কে আর শোনাচ্ছেন সেই কাহিনী।

এখনকার devotion হতে হবে এবং হচ্ছেও এই আঙ্গিকে, যেখানে অতি উজ্জ্বল করে নেবার শপথ মনের মধ্যে রয়েছে আর বাহ্যিক গতি প্রকৃতি দেখে, তা ঠিক আমরা বুঝতে পারছি না।

এই devotion সত্যিই বাড়তে বাড়তে বা বলা যায় ব্যাক্তির শক্তি একটি point এ এসে... ব্যাক্তি নিজেই তার identity হারায় আর দেখা যায় সেই স্থানে যেন এক অজানা ছায়া!

কি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দেখুন, কারণ ঐ অবস্থায় চিন্তন-দ্রষ্টব্যের সঙ্গে সত্তা একিভূত হয়ে গেছে আর ঐ ছায়া বা দ্রষ্টব্য উজাড় করে দিচ্ছে তার অন্তরের রূপ ও কাহিনী।

এই devotion এর নানান প্রয়োগ আমরা পাতঞ্জল যোগ দর্শনেও পাই।

নানান বিষয় ও বস্তূর ওপরে একাগ্রতার আরোপে -ঐ ঐ বস্তূ ও বিষয়ের সম্মক জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

সমাধি পাদ ও বিভূতি পাদ প্রয়োজনে একবার দেখে নিতে পারেন।

তার মানে অত্যন্ত আধুনিক উপায়ের মাধ্যমে, উনি আমাদের যোগ মার্গে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন অজান্তেই।

Devotion বৃদ্ধির বা অতীব concentrated হবার জন্য রেখেছেন একদিকে ওনার সুচিন্তিত তত্ত্ব গুলিকে সাজিয়ে আর অন্যদিকে বলছেন.. যে যা নিয়ে রয়েছো, তাই নিয়েই ভাবো।

উনি একটি সুন্দর শব্দ বাণী ও দিয়েছেন.. এই অবস্থায় ঐ বিশেষ ব্যাক্তি যেন এক living dead man হয়ে দাঁড়ায়!

দেশের যত যত ব্যাক্তি এই অভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হবে, ততই দেশ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হতে থাকবে।

কিন্তূ পোক্ষান্তরে যদি কোন ব্যাক্তি, তার চিন্তার কেন্দ্রে কতকগুলি demi gods কে বসায় আর সন্ধান করতে শুরু করে চতুর্দিকে সাহায্য পাবার, তাহলে নিশ্চিত জানা যাবে যে, ব্যাক্তি ক্রমে ক্রমে আত্মবিশ্বাস বিসর্জন দিয়ে নেগেটিভ idea কে সম্বল করছে।

এরপরেও আছে, যেটির নাম fanatism.
মহেন্দ্রনাথ এটিকে এক রোগ বিশেষ বলেছেন।

এতেও থামেন নি তিনি, মনে করিয়ে দিয়েছেন -এ রোগ সাংঘাতিক।

এ রোগের শিকার যে ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী *তার বা তাদের ধারণা সবসময় এইরকম যে, তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং রচিত চিন্তন জগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ।

যে ব্যাক্তি, এর বিরুদ্ধাচারণ করবে -তাকে বধ করাই *এই জাতীয় devotion এর চরিত্র।

এই জাতীয় ব্যাক্তি এবং সম্প্রদায় সবসময় মনে করে তারা এসেছে এই জগতে এক বিশেষ অদৃশ্য সত্তার প্রতিভূ হয়ে আর তাই তাদের এটা জন্মগত অধিকার কোন সমাজ বা জাতিকে পরিচালিত করবার এবং অবশ্যই তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার বশবর্তী করে।
ক্রমে নানান পর্যায়ের ভেতর দিয়ে চলে সংখ্যাদিক্ষের এবং অর্জিত শক্তির ভিত্তিতে -ঐ fanatism নিশ্চিতরূপে দূরিভূত হবে এবং জাতি উন্নতির পথে চলবেই।

তাই এই মিলিত Toiler দের শক্তি কে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একাগ্রতা সাধনের তথা সমাজ উন্নতির বিজ্ঞান তথা নতুন devotion আরোপের ক্ষেত্র গুলিকে বিশেষ করে চিনিয়ে দেবার ডাক দিয়েছেন।

তারাই থাকবে কেন্দ্রে আর ঐ নেগেটিভিটি যুক্ত সমস্ত চিন্তা অর্বিটে গিয়ে কালে লুপ্ত হবে।

জয়ী হবেই এই নতুন গোষ্ঠী যারা আত্মবিশ্বাস শ্রম দান করে জাতিকে গঠন করে চলেছেন।

আমরাও যেন devotion কে ঐ মুখী করি।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব৪২

Metaphysics সম্মন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, ওখানে অনেক ক্লেমই অযৌক্তিক, কারণ এগুলো এসেছে নিছক সেটিমেন্ট আর ফান্সিফুল idea থেকে।

তাহলে কি ঐ সব metaphysical তত্ত্ব কি আমরা change করার প্রচেষ্টা চালাবো?

মোটেই না, তাতে এগুলোর foundation theology র বদলিয়ে যাবে -যা আদৌ কাম্য নয় আর এতে সমাজে গোলযোগ এসেও উপস্থিত হবে।

পরিবর্তে -*উনি এক অপূর্ব solution দিয়েছেন।

দেখা গেছে theology related আচার বিচার বদলাতে মানুষ প্রচুর চেষ্টা করে থাকে, এর ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তূ যদি এইসব না করে Human Advancement আর Conveninience কে moto করা যায়, এমনকি সামাজিক সমস্ত নিয়ম কানন -ঐ অনুসারী হয়, তাহলে উন্নতি নিশ্চিত।

মনে রাখতে হবে, কোন সময়কালে উনি এই কথা বলছেন, যা আজকে পূর্ণমাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এবার ধরেছেন তথাকথিত বিভিন্ন এই জাতীয় metaphysical স্কুলগুলির ফাউন্ডারদের।

যদিও বলছেন, কিছু সমাজ উন্নয়নের চিন্তা অবশ্যই তাঁরা করেছিলেন, কিন্তূ অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অন্যান্য দেশের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা বাদ চলে যায়।

নতুন সমাজ দর্শনে, এগুলির অন্তরভূক্তি প্রয়োজন।

Social এবং Devotional পার্টের তাই আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন।

কোন স্কুলের ফাউন্ডারদেরই,তাদের মতবাদ যুগ যুগ ধরে চলবে -এটা কখনোই হতে পারে না।

তাই ঘুরিয়ে স্মরণ করাচ্ছেন *একজন প্রকৃত দার্শনিক -সবসময়ে বর্তমান কে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন.. কোনো আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখে নয়।

Metaphysical স্কুল গুলি অনেক ক্ষেত্রেই unseen being কে কেন্দ্র করে গঠিত হয় -যা একদিক থেকে প্রকৃত Philosophy র ঠিক বিপরীতে অবস্থান।

এবার সরাসরি চলে এসেছেন বিভিন্ন Scriptures এর অন্দরে।

কখন ও কি অবস্থায় রচিত হয়েছিল, সে যত পুরোনোই হোক -আজ থেকে ১০০০ বা তারও বেশী বছর আগে... খুব বুঝে, সেইসব Scriptures এর কতটা বর্তমানের উপযোগী, সেটা পুনরায় দর্শন করে, তবেই গ্রহণ করতে হবে।

ওনার মতে Society একটা Living Body... এতে সর্বদা আরও প্রাণ সঞ্চার করা প্রয়োজন -তা সে যে উপায়েই হোক।

এটা করতে পারেলেই সার্থকতা... নচেৎ নয়।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৩

শুরুটা এইভাবে *কাউকে নকল করতে যাওয়া মানেই-নিজের individuality প্রথমেই বিসর্জন দেওয়া।

এই প্রথা থেকে সরে আসতে বলছেনই নয় -অধিকাংশ প্রাচীন প্রথা, তা সে যে বিষয় কেন্দ্রিক হোক না কেন -তা অধিকাংশই পরিতাজ্য এই উক্তিই করছেন।

প্রাচীন scripture, সেকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল, সমাজ এতো জটিল ছিল না,এমনকি রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার এর প্রভাব খুব কমই ছিল।
এতো bread প্রব্লেম ছিল না।
মনে রাখতে হবে, এর ভেতর ওনার এশিয়ার পুনঃ জাগরণ এর বীজ থাকছে, যা বলছেন, তার বেশিরভাগটাই এশিয়া কেন্দ্রিক।

যদি আজকের সমাজ পদ্ধতি বলে, আগের সবকিছুই প্রায় ভালো ছিল আর তুলে ধরে ঐ প্রাচীন সমস্ত scripture... তাহলে প্রথমেই উল্টো ভাবে বলা হল... নতুন মানুষ এবং thinker দের কোনো ভালুই নেই।

এটা কখনো চলতে পারে না।

নকল বিহীন উদ্ভাবনী চিন্তার ভীষণ প্রয়োজন আজকে।
তা প্রথমে যতই অদ্ভুত ও ব্যবহার অনপযুগিই শোনাক না কেন *জানতে এবং বুঝতে হবার ওগুলোই আসল দেশ ও জাতি ও কালে মহাজাতি গড়ার রসদ।

এই রসদ, অর্থাৎ উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন মানুষজনদের একত্রিত করা, তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শোনা একান্তভাবে প্রয়োজন।

অন্যের ছায়া হয়ে জীবন কাটানোতে মোটেই গৌরবের কিছুই নেই, কিন্তু শক্তিশালী লোকের সঙ্গ করা প্রয়োজন।

এর ফলে শক্তির উদ্বোধন অজান্তেই হবে আর সঠিক পথ ও প্রাপ্ত হওয়া সহজ হবে।

🌷 ওনার এই উক্তির ওপর ভাবনা চিন্তা করা জরুরি বলেই মনে হয়।

যারা খুব ব্যাস্ত সমস্ত বলে সমাজে পরিচিত, তাদের আমরা সহজেই ideal হিসেবে ধরে নিই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বহু ভুলের উদ্ভব -তাদের থেকেই।

অতি জটিল সমাজবাবস্থার ভেতর বাস করে যে ব্যাক্তি অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে নানান সমস্যার ওপর বিশেষ চিন্তা ভাবনা করে -কোন উপায় বা সমাধান নির্ধারণ করেন.. সমাজের তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি ও কর্মী।
এই অর্থে তিনিই যথার্থ দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক।

এটা সর্বদা মনে রাখা উচিত।

বাহ্যিক চাকচিক্যতে না ভুলে.. আগামীর দর্শন এখনই করা উচিত *এটাই শক্তি জাগাবার চাবিকাঠি।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৪

Etherial Divinity বলেছেন ঝোপ বুঝে কোপ মারাদের উদ্দেশ্যে... ওরা স্তোক দেবে, বলবে বেস্ট গিফট পরকালের জন্য একেবারে তোমার বাঁধা.. এর চেয়ে পূণ্য করে নেবার সুযোগ পাবে কোথায়?

ঐ Etherial Divinity র রমরমা কে সরিয়ে divinity in man করতেই হবে *তবেই উন্নতি, তবেই সভ্যতার পুনর জাগরণ।
কেন্দ্র ওটাই.. বাকি সব পরিধিতে যেন স্থান পায় *এর নামই Homocentric Civilisation.

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার দল, সর্বদা মানুষ আর তার দেবত্ব কে দুটো আলাদা ব্যাপার বলে বোঝাতে ও দেখাতে চেয়েছে, এটা এখনই বন্ধ হওয়া দরকার।

এরপর আর এক জুজুর ভয় সেই, Doctrine of original Sin এর ব্যাখ্যায় বলছেন.. প্রথমটায় ঠিক মতন কাজ না হলে দ্বিতীয়টাতে হবেই.. তোমার পাপ খণ্ডন করার জন্য এইটুকু তোমায় তো করতেই হয়, মানে ওনার কথায়, "তুমি ত্যাগ করে -আমায় দাও,আমি ভোগ করি ".. এই সুন্দর নীতির আশু বিসর্জনের ব্যবস্থা করতে বলছেন।

সব পন্থাগুলির একটাই উদ্দেশ্য *মানুষ কে slave এ পরিণত করা।

আসল Divinity, Science, Philosophy সব এই সমাজ ব্যাবস্থার তথা পরিচালকদের চাপে পড়ে তলিয়ে যায়।

কেউ কদাচিত তার সন্ধান পায়, কিন্তু সাধন আর করা হয়ে ওঠে না।

যা যা বললেন, এবার একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে ঐ একই প্রতিচ্ছবি কেবলমাত্র অন্য মোড়কে Spritual Brand এ বিক্রি হু হু করে হচ্ছে।

Autocratic chintadhara Democratic tag লাগিয়ে!

Brain Drain এই সব কথার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।

ভালো -সুযোগ নাকী এখানে পাওয়া যায় না।

যেখানে infrastructure ready, সেখানেই সব কাজের সুযোগ.. মানে সোনার সিংহাসন ইত্যাদি সবই আছে, শুধু বসবার অপেক্ষা।
সেই জন্য সবার দৌড় ঐ দিকে।

জগদীশচন্দ্র যে একটা 3 ft. এর তৎকালীন লেদ machine এ এক সুযোগ্য কারিগরের মাধ্যমে, তাঁর যন্ত্রগুলি একের পর এক তৈরী করে Royal Society তে দেখাতেন... তখন বিদেশীরা বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে, এ সমস্ত ভারতে গড়া!

মহেন্দ্রনাথের মতন ব্যাক্তির বিজ্ঞান -দর্শন আমাদের এই বাংলায় *বাঙলা ভাষায় থাকতে বলতে পারছি.. কৈ কাজের সুযোগ এখানে কোথায়????

এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে.. এবার আপনারাই বলুন..
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৪

Free India, Free Asiaর কথা বলতে উদাহরণ স্বরূপ Western Civilisation এর ওপর Sect and Religion এর effect কম, তাই তারা progresive হয়ে উঠেছে।

উল্টোদিকে মনে করাচ্ছেন *আমাদের যথার্থ liberty enjoy করতে গেলে এবং দেশকে শক্তিশালী করতে... একেবারে foreign কাস্টমস, ceremony নকল করা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

তা না করা হলে living -dead people এ দেশ ভরে থাকবে।

এমনকি পরিষ্কার করে উনি,সমস্ত ধরণের Foreign Institute গুলোর পরিকাঠামো অনুসারে আমাদের দেশের চলার নীতি কে সম্পূর্ণ discard করতেও বলছেন।

আসল problen ওর ভেতরই রয়েছে।
আমরা freedom এর সঙ্গে কাজ করতে পারি না, এর প্রধান কারণ ঐ বিদেশী ভাবের মধ্যে জোর করে থাকায়।

এতেই দেশের প্রগতি নস্ট হয় ও বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করে।

সমূল উৎপটিত করতে বলছেন *এই ধারা।

Foreign manner এর সঙ্গে দেশের সম্পর্ক কি, এতে গৌরবের কি আছে?
ভালো করে ভাবার রসদ সাজিয়ে রেখেছেন।

জাতীয় সার্বজনীন মানসিকতা কেই মূলধন করে জাতীয় শিক্ষা, সমাজ, স্বাস্থ্য এবং বিনোদন নীতিও নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করতে হবে।

এগুলি সব *করতে হবে অর্থে... আমাদের ভাবনা চিন্তার মোড় ঘোরানোর নির্দেশ ওনার।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৫

উনি বহু ইতিহাসের আলোচনা ও বিশ্লেসন এর মাধ্যমে ওনার স্বপ্নের Homocentric Civilisation এর রূপ-নির্মাণ ও তার বাস্তবায়ন এর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

বার বার দেখিয়েছেন উপমা ও উদাহরণ দিয়ে পৃথিবীর নানান প্রাচীন দেশ ও জাতির উন্নতি ও অবনতি ও শেষে বিলুপ্তির কারণ।

এ সাধারণ আলোচনা ও ম্যানিফেস্টো নয়, এ এক অতি আধুনিক, সাম্যতা যুক্ত, প্রাণপূর্ণ এক সমাজ ও দেশ গঠনের ডাক।

সবসময় প্রাচীন কালে, এক অদৃশ্য এবং জ্যোতির্ময় রূপকে -কোনো না কোনো ভাবে সমাজ পদ্ধতির মধ্যে রেখে, পরিচালনা ব্যাবস্থার নকশা বানানো হয়েছে।

যারা বানিয়েছে, তারা সর্বাগ্রে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।
এদের সংখ্যা যদিও কম, কিন্তূ বিশাল জনগোষ্ঠী কে তারা কখনোই কেন্দ্রে নিয়ে কোনো দেশেই আসে নি, তা সে ইজিপসিয়ান, গ্রিসিযান, পারসিয়ান, এমনকি ভারতীয় সভ্যতাও।

এখানে তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে না, শুধুই ওনার ব্যক্তব্যের মূল সুরটা ধরার প্রচেষ্টা।

দেখা যাচ্ছে, ঐ অদৃশ্য রূপ কল্পনা থেকেই *রাজা পদ মর্যাদার সৃষ্টি!
এরপর আমদানি হয় পার্শদেবতাদের কল্পিত রূপ আর ঠিক তার রিফ্লেক্স অনুসারে সেজে ওঠে মন্ত্রীসভা বা ঘনিষ্ঠ বেষ্টনি। Ariyan রাও এর বাহিরে নয়।

কালে দেখা যায়, এই সব সভ্যতাই তলিয়ে গেছে, কারণ এক to বংশ পরম্পরায় রাজা হবার ধুম, দ্বিতীয় দেশের বা গোষ্ঠীর বেশীরভাগ মানুষজনের মনে হতাশা, কারণ নিজের ওপর নয়.. ঐ dumi god এর ওপর বিশ্বাস রাখো আর আমাদের পূজা করো, ভেট দাও মন্ত্র।

ঠিক এইসময়ে বিদেশীরা ঐ দেশগুলিতে না এলেও, কোনো না কোনো সূত্র ধরে কোনো এক সময়েদেশের ঐ শোষিত মানুষের দল বিদেশীদের আশ্রয় খুঁজতে থাকে।

তা না হলে, অতি অল্প সৈন্য নিয়ে -এক বড় দেশ অধিকার করা মোটেই যায় না -এটা মহেন্দ্র নাথের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ।

এবার নিয়ে এসেছেন উনি আর এক গোষ্ঠী কে -উদাহরণ স্বরূপ, এদের উনি বলছেন -ne-Aryans (non Aryan অর্থে নয়), এদের ব্যাপারে কেউ বিশদ ভাবে জানালে খুবই উপকৃত হব।

এরা আবার নাকী জ্যোতির্ময় অদৃশ্য ন্যাচারাল object স্থির করতো এবং তাকেই সর্ব শক্তিমান রূপে জনগণের কাছে প্রচার করতো -অবশ্যই এক্ষেত্রেও যারা সেই প্রচারের পুরোধা ছিলেন -তারাই ঐ প্রচারের একমাত্র অধিকারী এই ব্যাপার যুক্ত হতো।

এইভাবেই Tribe of the Bear, Tribe of the Monkey,Crocodile ইত্যাদির সৃষ্টি।

মানুষ কে, মানুষের দেবত্ব কে কেন্দ্র করে এযাবৎ সমাজ গঠিত হয় নি।

এই অর্থে মহেন্দ্র সমাজ চিন্তা ও চেতনা তথাকথিত সমাজতন্ত্র থেকে পৃথক।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৬

National sucide -অর্থাৎ মানুষের দেবত্ব ও দেশিও উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়া বা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাকেই বলছেন।

মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন-মানুষের মন মাপার, যেটা হলো.. যিনি যত সমাজকল্যাণকর নতুন নতুন idea দিতে পারবেন, তিনিই ততো মনের দিক থেকে উন্নত এটা নির্ধারিত হবে।

তিনিই যথার্থ দেশের Thinkar, যার idea গুলিকে ভিত্তি করে দেশ উঠে দাঁড়াতে পারে।

তিনি একাই হাজার হাজার Executive এর চেয়ে শক্তিশালী আর হয়তো জীবন কাটান অনেক সময়ে লোকের মধ্যে থেকে বা নির্জনে।

তাঁর লোককল্যাণকর চিন্তা কিন্তূ কখনই থেমে থাকে না।

Executive দের প্রয়োজন হয়, ঐ সব শক্তিশালী ও অভিনব idea গুলিকে সমাজে ব্যবহার করতে।

এখন interdependency র যুগ, কোনো দেশই অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যাবসায়িক সম্পর্ক না রেখে চলতে পারে না, তাই আমরাও সেই পথে চলবো, কিন্তূ ঐ সব দেশকে প্রধানত দেবো আমাদের জাতীয় সম্পদ।

এতে স্বামীজীর কথা মতন সমানে সমানে বন্ধুত্ব হবে আর মর্যাদাও রক্ষা হবে।

মানুষ দেশের শিক্ষায় শিক্ষিত এখনো পর্যন্ত হয় নি আর ঐ প্রাচীন সেইসব স্কুল যারা প্রচারে ব্যাস্ত... যা করার ও ভাবার ছিল, তা সব আমাদের শিক্ষার মধ্যেই আছে... এদের সংস্পর্শ একেবারে এড়িয়ে চলার নির্দেশ ওনার।

এখন প্রতি পদে পদে গবেষণা করে এগোবার যুগ।

আমাদের জাতীয় সম্পদ কি প্রথমে সেই সম্মন্ধে খুব ভালো করে জেনে নিয়ে, কাজ শুরু করে দিতে এখনই হবে।

প্রত্যেকটি গুরুতপূর্ণ ও নব বিষয়গুলির জন্য উপলব্ধি ও দক্ষতা সম্পন্ন Teacher এর প্রয়োজন।
এদের সঙ্গে সমাজ পরিচালকদের একযোগে কাজ করতে হবে... 📚তাহলেই অচিরেই দেখা যাবে নতুন আলো আর পুরোনো সব যন্ত্রণাদ্বায়ক শৃঙ্খলগুলি থেকে মুক্তিলাভ ঘটবে।

এ সমষ্টি বা জাতির মুক্তি.. অন্ধকার থেকে।

এই মুক্তির আলোরই অপর নাম Homocentric Civilization 👈
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৭

এই সমাজ দর্শনও কিছুটা হলেও এগিয়েছে।

মূল সূর যে কি, তাও অল্পবিস্তর বোঝাও হয়েছে।

এক্ষনে তাহলে করণীয় কি?
একটু নিজেদের জ্ঞান-সিন্দুকের ডালা খোলার চেষ্টা করা, তবে সারা পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞান -সিন্দুকগুলি বন্ধ করে নয়।

এ যাবৎ ঐ অন্যান্য সিন্দুকের ভেতর কি রয়েছে, তা আমরা অনেকেই জানি আর না জানলেও অনেক মাধ্যম সর্বক্ষণ নানান উপায়ে, তা জানিয়েও দিচ্ছে।

কিন্তূ দেশের রসদপূর্ণ সিন্দুকই হোক বা বিদেশের -সবগুলোতেই কিন্তূ Anti Chamber রয়েছে।

এগুলি আমাদের অনেকেরই দেখা হয়ে ওঠেনি বা ঐ chamber গুলো খোলার উপায়ও প্রায় অজ্ঞাত।

তাহলে উপায়?

উপায় নিশ্চয়ই আছে, চেষ্টা করতে হবে।

মহেন্দ্রনাথ যেমন জেরুজালেম এ ৭০০ ফিট উঁচুতে উঠে আবার Dead Sea তে ২০০০ ফুট নিচে নেমে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন *আমাদেরও ঐ পথ ধরতে হবে।
এ না হলে সবকিছুই ভাসমান বলে বোধ হবে।
স্থির নিশ্চিত কোনো কার্যকরী কোন কল্যাণমূলক সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছোতে পারবো না।

ঐ দুই ক্ষেত্রে কি Anti Chamber গুলো ঢাকা ছিল?

মোটেই না, একেবারে জন সমক্ষে ছিল!

তাহলে উনিই বা কি করে এসব দেখতে পেলেন --ওতো মূল্যবান সব সম্পদ আর অন্যরা পেলেন না?

উত্তর একটাই... সেইজন্যই উনি মহেন্দ্রনাথ।

তাহলে আমাদের উপায় কি হবে?

খুব সোজা।
ওনার পথ অনুসরণ করা-ব্যাস।
তাই না উনি নিজেই বলেছেন.. Take my Line.

একেবারে জলবত তরলং করে দিয়েছেন।

কি খুঁজব তাহলে আমরা?

সবকিছু, যা যা রাখা আছে, ঐ সব আন্টিচেম্বারে।
একি সম্ভব?
কিছুটা নিশ্চয়ই সম্ভব, যার যা বিষয় ভালো লাগে.. সেই খুঁজতে লেগে গেলেই তো হলো।

এতে একটা মজাও আছে!
একটা বিষয়ের খুব গুরুতপূর্ণ কিছু সম্পদ উদ্ধার হবার পরই দেখা যাবে.. অন্যান্য অনেক বিষয়ের সম্পদও উঠে আসছে চুম্বকের মতন ঐ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে।

এবার সম্পদ আহরণ অন্তত কিছুটা হবার পর এগুলোকে নিজের চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে আধুনিক সমাজের প্রয়োজনের ভিত্তিতে কিছু নতুন প্রণালী রচনা করতে হবে।

এতে কিছুটা জ্ঞানের চর্চাও স্বয়ংক্রিয় ভাবে হতে থাকায় *জ্ঞান যোগের ফল প্রাপ্ত হওয়াও শুরু হয়ে যাবে।
পুরো Automated Technology!
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন

পর্ব#৪৮

উনি এবার খাদ্দাভাস এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় ঢুকে পড়েছেন।

পূর্বে সস্তায় খাদ্য মিলতো, এদিকে লোকসংখ্যা কম আর জীবধারণের জন্য খুব বেশী পরিশ্রমও করতে হতো না।

এর ফলে, হাতে প্রচুর সময় থাকতো আর insignificant ব্যাপার স্যাপার নিয়ে দীর্ঘ সব প্রসঙ্গ চলতো... এইভাবেই অজস্র মতবাদ আর ধর্মীয় গোঁড়ামিতে দেশ ভরে উঠেছিল।
শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে অজস্র বিধি নিষেধ ও প্রবেশ করে*সমাজের সর্বস্তরে।
কালে দেশ ও সমাজ -সব থাকা সত্বেও ডুবতে শুরু করে আর শক্তিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

দিন পুরোপুরি এখন বদলিয়ে গেছে আর তাই আমাদের ঐ সব পঙ্কিল সব নিয়মের বেড়া ভাঙতেই হবে।

ওদিকে Western রা একেবারে এইসব ব্যাপার থেকে মুক্ত হওয়ায়, energitic এবং healthy হয়ে, সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর কন্ট্রোল ও করছে।

ওরা তো এখন Greek in literature, Roman in politics and law, Jew in religion and Saxon in sociology হয়ে পড়েছে।
(বর্তমানে যদিও অবস্থা অনেকটা বদলিয়েছে, তবু এখনো বহু কাজ বাকি)

Jews দের religion নিয়েছে, কিন্তূ ওদের খাদ্যের নানান বিধি নিষেধ কাটছাঁট করে।

বর্তমানের অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ও সেই প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী, তারা সবকিছু পিছনে ঠেলে দিতে চায়, এতে ক্ষতি বই লাভ মোটেই নেই।

Advanced ideas ভীষণ প্রয়োজন, National energy যাতে একদম নস্ট না হয় *এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

তখনই উনি খাদ্যের ওপর যে climatic effect হয়, সেই ব্যাপার বুঝে hygienic abong দেশের উপযোগী healthy food কি হয় -সেই সম্মন্ধে বিশেষরূপে ভাবতে বলেছেন।

Social problem এর সমাধানে তথাকথিত ধর্ম কে সরিয়ে নতুন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সমাধান করার একপ্রকার নির্দেশ দিয়েছেন।

তার মানে এই নয় যে সত্য কে এবং সত্য দর্শন ও অনুভবের রাস্তা বন্ধের বিধান উনি দিয়েছেন।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৪৯

এবার তো দেখছি সরাসরি চলে এলেন রাজনীতির ব্যাখ্যায়।

Distinctly আলাদা রাখতে বলছেন তথাকথিত ধর্ম এবং রাজনীতিকে।

ওনার রাজনীতির ব্যাখ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান উনি দান করেছেন দেশের যুব সমাজকে, কারণ তারাই energy তে ভরপুর প্রধান চালিকা শক্তি।

এই শক্তির অপ ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়।

তাদের strong idea যা দেশের উদ্ভাবকরা করবেন, সেগুলো যাতে সর্বতভাবে implemented হয় তার দায়িত্বর কথা স্মরণ করাচ্ছেন।

রাজীনীতি এবং তথাকথিত ধর্ম (উনি যেকালে লিখছেন)একটি অপরটির ঠিক উল্টো।

অতএব একটির influence অপরটি থেকে বাঁচিয়ে চলতে বলছেন।

এবার যে গুরুতপূর্ণ কথাটি মনে করাচ্ছেন *সেটি হলো -দেশ কে রক্ষা করা অর্থে, সমস্ত প্রকার বিদেশী ভাবের প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করাও বোঝায়।

তার মানে মোটেই এই নয় যে, আমরা কুপোমুন্ডুক হয়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো... একেবারেই তা নয়, পুরোপুরি সবরকমের আদান প্রদান চালাবো, কিন্তূ দেশের ভাবকে রাখতে হবে সর্বদা *শীর্ষ বিন্দুতে।

এখানে কোনো আপোষ চলতে পারে না।

রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য -দেশের সমস্ত জনগণের সমস্ত ব্যাবহারিক বিষয়ের সমাধান করা, অর্থাৎ সঠিক নীতি যুক্ত পথ দর্শন করানো, চালিত করা সেই পথে এবং speech, thought এবং action.. এই তিনটি শব্দের যথাযত প্রয়োগ সম্মন্ধে সচেতন থাকা।

প্রত্যেকে এই তিনটি বিষয়ে independence যাতে feel করে, এটা মুখ্যত দেখাই রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

এর পাশাপাশি safty, protection এবং advancement এর খুঁটিনাটি পর্যন্ত এই ক্ষেত্রের আয়তায় আনা অত্যন্ত জরুরী।

সমস্ত race, language এবং origin -এই সব মিলিয়ে একটি দেশের দেহ আর এই দেহের মনটা হলো একযোগে উন্নতির মাধ্যম, অতএব এই unification যাতে সার্বিক ভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে হতে পারে, সেদিকে সদা সচেতন অবস্থায় থাকা রাজীনীতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

মোটকথা এটুকুই যে উনি বাদ বিসংবাদ বিহীন এক উচ্চ স্তরিও এক মূল সমাজনীতি বা রাজনীতি প্রাণয়ন এর চিন্তা করেছেন ও সেটি কে বাস্তবে রূপ দেবার আর্জি জানিয়েছেন।
মহেন্দ্র সমাজ দর্শন
পর্ব#৫০

পৌঁছিয়ে গেছেন উনি Culture আর Civilization এর অন্দরে।

বিভাগ করেছেন এইভাবে -
Doctrinal Religion
Free Religion

একটি প্রথাগত, যে কোনো দেশে বসে চর্চা করা যায়।

তুলনায় অন্যটি করা যায় না, কারণ এই religion সৃষ্টিই হয়, সেই দেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক এবং আশপাশের নির্যাস গায়ে মেখে।

এটি স্বতঃস্ফূর্ত এক সার্বজনীন religion বলা চলে।

সেই দেশের মাটিতে যেই এসে বসবাস করে, কোনো না কোনভাবে সে, এই religion এর মাধ্যমে প্রভাবিত হতে বাধ্য।

পৃথিবীর দিকে তাকালে, এই দৃশ্য আমরা সকলেই দেখতে পাই।

তাই তাঁর Free Religion বলে এটিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য।

আসলে এখানে ঘটে কি... তা খুব সুন্দর করে বলেছেন *এই স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, যাকে প্রয়াসহীন ও বলা যায়, তা হলো প্রকৃতি মনের মধ্যে reflected হয়!

যেমন আগেই বলা হয়েছে -পাহাড়ি, মরুভূমি এবং সমতলের লোকজনের প্রকৃতি ও চরিত্র আলাদা।

চিন্তাধারাও ঠিক সেই অনুসারেই প্রবাহিত হয়, এটিকেই সাধারণ অর্থে উনি Culture বলেছেন।

এবার প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে তো তাহলে এক দেশের Culture তো কখনোই এক হতে পারে না।

ঠিক কথা।
কিন্তু বিশেষ পর্যবেক্ষণ একটু অন্য কথা বলে।

আলপস আর হিমালয় -দুটিই পর্বতমালা ---কিন্তু চরিত্র আলাদা!

এও ঠিক সেইরকম, এই Culture নস্ট হয় না!
তাই এটি ধ্রুবক হিসেবেও পরিগণিত হতে পারে এবং হয়ও।

কোনো upheaval সামাজিক ক্ষেত্রের, একে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা Civilization নিয়ে আলোচনা করবো।

এতে কাটবে অলসতা এবং অজ্ঞানতা.. আসবে আত্মবিশ্বাস আর বিশালত্বের আস্বাদন... সবাইকে নিয়ে-এক ভাব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে।

যেক্ষেত্রে individual merit ওপর এতো গুরুত্ব আরোপ, পোক্ষান্তরে তথাকথিত বংশমর্যাদা,আত্মগরিমা, সুপারিশ এর গুরুত্ব হ্রাস সহজেই অনুমেয়।

সাম্যতা আর স্বাধীনতার স্বাদ তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায় আর দেশ এগিয়ে চলে দ্রুত গতিতে আর এই নতুন civilization পথ দেখায় আশেপাশের দেশকে তো বটেই এমনকি সারা বিশ্বকে।

যখন অংক কষলে ভারতের এখনকার ভাষায় GDP ছিল ইউরোপের ১৬ গুণ বেশী আর খাদ্য ও বস্ত্রর জন্যও কোনো সমস্যা ছিলনা.. তখন কি সবাই খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন?

হ্যাঁ,লোকসংখ্যা কম ছিল আর তাই theology নানান ধরণের মাথা চারা দিয়েছিলো।
সবটাই যে ভালো ছিল তা নয়,এর ফলে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে জনগণ ও কালে দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে ও শক্তি হারায়।

আমরাই যেন আত্মসমর্পণে বাধ্য হই বাঁচার তাগিদে, বিদেশী দের কাছে।

এখনকার সমাজ সমস্যা একেবারে ভিন্ন.. Bread Problem!
কিভাবে tackle করা হবে...